গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
ইলেক্ট্রনিক স্বাক্ষর সার্টিফিকেট প্রদানকারী কর্তৃপক্ষের নিয়ন্ত্রক (সিসিএ) এর কার্যালয়
তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ

বার্ষিক প্রতিবেদন
২০১৯-২০২০

ইলেক্ট্রনিক স্বাক্ষর সার্টিফিকেট প্রদানকারী কর্তৃপক্ষের নিয়ন্ত্রক-এর কার্যালয়
তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
www.cca.gov.bd

পৃষ্ঠপোষকতায়

জনাব জুনাইদ আহ্মেদ পলক এমপি
মাননীয় প্রতিমন্ত্রী
তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ

প্রধান উপদেষ্টা

জনাব এনএম জিয়াউল আলম, পিএএ
সিনিয়র সচিব
তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ

সার্বিক নির্দেশনায়

জনাব আবু সাঈদ চৌধুরী
নিয়ন্ত্রক, সিসিএ কার্যালয়

প্রকাশনা কমিটি

জনাব মুহাম্মদ মিজানুর রহমান সরকার, উপ-নিয়ন্ত্রক, উপ-সচিব (অর্থ প্রশাসন ও আইন)
জনাব হাসিনা বেগম, উপ-নিয়ন্ত্রক, উপ-সচিব (সাইবার অপরাধ ও নিরাপত্তা)
জনাব মোহাম্মদ রাশেদ ওয়াসিফ, উপ-নিয়ন্ত্রক, উপসচিব (আইসিটি)
জনাব কাজী আবেদা গুলশান, সহকারী নিয়ন্ত্রক (সিনিয়র সহকারী সচিব), অর্থ ও প্রশাসন
ড. নাজমা আক্তার, সহকারী নিয়ন্ত্রক (ডেপুটি পোস্টমাস্টার জেনারেল), আইটি সিকিউরিটি
জনাব তানজিলা মেহনাজ, সহকারী নিয়ন্ত্রক (সিনিয়র সহকারী সচিব), সাইবার নিরাপত্তা ও সমন্বয়
জনাব মো: খালেদ হোসেন চৌধুরী, আইন কর্মকর্তা
সম্পাদনায়: মো: খালেদ হোসেন চৌধুরী, আইন কর্মকর্তা

প্রকাশনা কমিটিকে যারা সহায়তা করেছেন

জনাব মোঃ শরিফুল ইসলাম, তদন্ত কর্মকর্তা
জনাব নাজনীন আক্তার, সহকারী প্রকৌশলী (আইটি সিকিউরিটি)
জনাব মোঃ শামীম আহমেদ ভূঁইয়া, তদন্ত কর্মকর্তা
জনাব আব্দুর রাজ্জাক জনি, সহকারী রক্ষণাবেক্ষণ প্রকৌশলী

কম্পিউটার কম্পোজে যারা সহায়তা করেছেন

জনাব মাসুম মিয়া, অফিস সহকারী কাম-কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক।
জনাব মেহেদী হাসান, অফিস সহকারী কাম-কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক।
জনাব কবিতা খাতুন, অফিস সহকারী কাম-কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক।

প্রকাশকাল

৩০ সেপ্টেম্বর, ২০২০

ডিজাইন

মুদ্রণ

মাননীয় প্রতিমন্ত্রী
তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ
ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্য প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের অধীন ইলেক্ট্রনিক স্বাক্ষর সার্টিফিকেট প্রদানকারী কর্তৃপক্ষের নিয়ন্ত্রক-এর কার্যালয় (সিসিএ) ২০১৯-২০২০ অর্থবছরের বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশের যে উদ্যোগ গ্রহণ করেছে তাকে স্বাগত জানাই।

সরকার প্রতিশ্রুত ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণের ভিত্তি হিসেবে দেশে তথ্য প্রযুক্তির বিকাশ, ই-কর্মাস, ই-লেনদেন, ই-প্রকিউরমেন্ট, ই-গভর্নেন্স চালুকরণের লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে ডিজিটাল স্বাক্ষর প্রবর্তনের উদ্দেশ্যে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইন ২০০৬ (সংশোধিত ২০১৩) মোতাবেক তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের অধীনে সংযুক্ত অফিস হিসাবে ২০১২ সালে ইলেক্ট্রনিক স্বাক্ষর সার্টিফিকেট প্রদানকারী কর্তৃপক্ষের নিয়ন্ত্রকের (Office of the Controller of Certifying Authorities) কার্যালয় প্রতিষ্ঠা করা হয়। এর ফলে নিরাপদ ই-গভর্নেন্স চালু করার উদ্যোগ নেয়া সম্ভব হয়েছে। তথ্য প্রযুক্তিতে দক্ষ জনবলকে উন্নয়নে মূলস্রোতধারায় সম্পৃক্তকরণ জাতীয় উন্নয়নের পূর্বশর্ত। বর্তমান সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার বলিষ্ঠ ও সময়োপযোগী পদক্ষেপের ফলে তথ্য প্রযুক্তির উন্নয়ন তথা দেশের সামগ্রিক উন্নয়নের মাত্রাকে বলিষ্ঠ করেছে। ইলেক্ট্রনিক স্বাক্ষর সার্টিফিকেট প্রদানকারী কর্তৃপক্ষের নিয়ন্ত্রক-এর কার্যালয় (সিসিএ) ২০১৯-২০২০ সালের বার্ষিক প্রতিবেদনের মাধ্যমে সিসিএ কার্যালয়ের মানব সম্পদ উন্নয়ন কার্যক্রমের অগ্রগতির সূচক বা পরিমাপক তুলে ধরবে বলে বিশ্বাস করি।

তথ্য প্রযুক্তির অবাধ প্রবাহের এ যুগে ডিজিটাল বিশ্বে বাংলাদেশ আজ নেতৃত্বদানকারী দেশ হিসেবে পরিগণিত হচ্ছে। সিসিএ কার্যালয় ইতোমধ্যে সরকারি কর্মকর্তাদের মাঝে ২৬ হাজারেরও বেশি ডিজিটাল স্বাক্ষর সার্টিফিকেট বিতরণ এবং এ বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করেছে। এছাড়াও সিসিএ কার্যালয়ের উদ্যোগে সারাদেশে ৪৫ হাজারেরও অধিক ছাত্রী কে হাতে-কলমে ডিজিটাল নিরাপত্তা বিধানে সচেতনতামূলক কর্মশালার মাধ্যমে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে যা দেশ-বিদেশে ব্যাপক প্রশংসা অর্জন করতে সক্ষম হয়েছে। ডিজিটাল অপরাধ শনাক্ত করণের লক্ষ্যে সিসিএ কার্যালয়ে একটি 'ডিজিটাল ফরেনসিক ল্যাব' স্থাপন করা হয়েছে যা দেশে সংগঠিত ডিজিটাল অপরাধ ও অপরাধী শনাক্তকরণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি তদন্ত বিধিমালা, ২০২০ প্রণয়ণের উদ্যোগসহ বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করছে। সিসিএ কার্যালয়ের কর্মকর্তা কর্মচারীদের জন্য অনলাইন ছুটি ব্যবস্থাপনা সফ্টওয়ার চালু করা হয়েছে, যা ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণের ক্ষেত্রে একটি যুগান্তকারী পদক্ষেপ।

বিগত এক যুগে বিভিন্ন কার্যকারী পদক্ষেপ গ্রহনের ফলে ডিজিটাল বাংলাদেশের কার্যক্রম দেশে-বিদেশে প্রশংসিত হয়েছে। আমি বিশ্বাস করি, ২০১৯-২০ অর্থবছরের ন্যায় আগামী দিনেও সিসিএ-এর কর্মকান্ড সাফল্যের সহিত অব্যাহত থাকবে এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুত ডিজিটাল বাংলাদেশের নির্ধারিত লক্ষ্যে ২০২১ সালেই পৌছানো যাবে।

সিসিএ কার্যালয়ের সার্বিক কর্মকান্ডের ওপর ২০১৯-২০২০ অর্থবছরের প্রতিবেদন প্রকাশের এই উদ্যোগ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে এবং এ কার্যালয়ের গৃহীত পদক্ষেপকে আরো বেগবান করবে। আমি এ উদ্যোগের সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই।

"ডিজিটাল স্বাক্ষর ব্যবহার করুণ
অনলাইন লেনদেন নিরাপদ রাখুন"

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

জুনাইদ আহ্মেদ পলক, এমপি

সিনিয়র সচিব
তথ্য ও যোগাযোগপ্রযুক্তি বিভাগ
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

ডিজিটাল বাংলাদেশের চেতনায় অনুপ্রাণিত বাংলাদেশে তথ্যপ্রযুক্তি এখন আমাদের প্রাত্যহিক জীবনের অবিচ্ছেদ্য অংশ।বর্তমানে শিক্ষা, চিকিৎসা, স্বাস্থ্য, কৃষি, নিরাপত্তা থেকে শুরু করে বিনোদনসহ জীবনের সকল ক্ষেত্রে তথ্য-প্রযুক্তির ব্যবহার বেড়ে চলেছে। বর্তমান কোভিড-১৯ মহামারীকালে তথ্য প্রযুক্তি এক অসাধারন বিকল্প হিসেবে আমাদের সামনে হাজির হয়েছে। এখন আমরা ঘরে বসে বিভিন্ন সেবা গ্রহণ করতে পারছি; একই সাথে দাপ্তরিক অনেক কাজ ঘরে বসে করছি।

সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙ্গালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সুযোগ্য কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বর্তমান সরকার ঘোষিত রূপকল্প-২০২১ 'ডিজিটাল বাংলাদেশ' বাস্তবায়নের লক্ষ্যে সারাদেশে সব স্তরে আইসিটি সেবাকে ছড়িয়ে দেয়ার মাধ্যমে দেশের বিপুল জনগোষ্ঠিকে মানবসম্পদে পরিণত করতে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। তথ্যপ্রযুক্তি বিশেষজ্ঞ ডিজিটাল বাংলাদেশের আর্কিটেক্ট মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিষয়ক উপদেষ্টা জনাব সজীব ওয়াজেদের সময়োপযোগী দিক-নির্দেশনায় এক সম্ভাবনার বাংলাদেশ বিনির্মাণে আমরা কাজ করে যাচ্ছি। ডিজিটাল বাংলাদেশ আজ উন্নয়নের দর্শন হিসেবে পরিগনিত হচ্ছে।

ডিজিটাল বাংলাদেশ আজ আর কোন স্বপ্ন নয়, এটি এক দৃশ্যমান বাস্তবতা। ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণের এই অভিযাত্রায় সিসিএ কার্যালয়ের জন্য ২০১৯-২০২০ অর্থবছর খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কারণ করোনা মহামারী কালে অনলাইন কার্যক্রম বহুলাংশে বেড়েছে। আর অনলাইনকে নিরাপদ করতে ডিজিটাল স্বাক্ষর এক অন্যতম প্রধান হাতিয়ার হতে পারে। সিসিএ কার্যালয়ের উদ্যোগে মেয়েদের নিয়ে গৃহিত "ডিজিটাল নিরাপত্তায় মেয়েদের সচেতনতা" শীর্ষক যে কর্মশালা করা হয়েছে তা নারীর ক্ষমতায়ন এবং নিরাপদ ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার ক্ষেত্রে অগ্রণী ভূমিকা পালন করবে বলে আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি। আমি আশা করি, ২০২০-২০২১ অর্থ বছরে সিসিএ কার্যালয় চলমান "সিএ মনিটরিং সিস্টেম স্থাপন এবং নিরাপত্তা বিধান প্রকল্প" সফলভাবে বাস্তবায়নে সক্ষম হবে। ২০১৯-২০২০ অর্থবছরের ন্যায় আগামী দিনগুলোতেও এ ধরণের কর্মকান্ড সাফল্যের সাথে অব্যাহত থাকবে।

আমি এ প্রকাশনার সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে আন্তরিক অভিনন্দন জানাই।

(এন এম জিয়াউল আলম)

নিয়ন্ত্রক
ইলেক্ট্রনিক স্বাক্ষর সার্টিফিকেট প্রদানকারী
কর্তৃপক্ষের নিয়ন্ত্রক-এর কার্যালয়
তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ

বাণী

বর্তমানে বিশ্বে উন্নয়ন ও সমৃদ্ধির দর্শন হল নিরাপদ তথ্য প্রযুক্তির বিকাশ। আর করোনার এই মহামারীকালে নিরাপদ লেনদেনের ক্ষেত্রে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বর্তমান সরকার প্রযুক্তি ভিত্তিক উন্নয়নের মাধ্যমে বাংলাদেশকে ২০২১ সালের মধ্যে একটি মধ্যম আয়ের দেশে উন্নীত করতে বদ্ধপরিকর। তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির বহুমুখী ব্যবহারের মাধ্যমে ২০২১ সালের মধ্যে উচ্চ-মধ্যম আয়ের দেশের কাতারে বাংলাদেশ সামিল হবে। 'রুপকল্প ২০২১' এবং 'ডিজিটাল বাংলাদেশ'বাস্তবায়ন বর্তমান সরকারেরর একটি অঙ্গীকার। সকলের জন্য ন্যায়ভিত্তিক, সম-সুযোগ, দারিদ্র্য দূরীকরণ, গুণগত শিক্ষা এবং স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিতকরণসহ কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির মাধ্যমে একটি জ্ঞানভিত্তিক সমাজ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে বর্তমান সরকার নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর দিক-নির্দেশনা এবং তাঁর তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিষয়ক মাননীয় উপদেষ্টা জনাব সজীব আহমেদ ওয়াজেদ মহোদয়ের পরামর্শে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগে কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। মাননীয় সাংসদ জনাব জুনাইদ আহ্মেদ পলক এর তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি প্রতিমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব পালনের প্রেক্ষিতে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের সামগ্রিক কার্যক্রমে গতি এসেছে।

জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের লালিত স্বপ্ন ছিল সুখী-সমৃদ্ধ সোনার বাংলা প্রতিষ্ঠা করা। এ স্বপ্নপূরণে সরকার তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির সবোর্চ্চ ব্যবহারের মাধ্যমে সকল শ্রেণির জনসাধারণের মাঝে তথ্য প্রযুক্তির সুবিধা ছড়িয়ে দিয়েছে। উক্ত তথ্য- প্রযুক্তির নিরাপদ ব্যবহার ও আইনগত বৈধতা নির্ধারণ, অপরাধ ও অপরাধী শনাক্তকরণে সিসিএ কার্যালয় নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। সিসিএ কার্যালয় ইতোমধ্যে সরকারি কর্মকর্তাদের মাঝে ২৬ হাজারেরও বেশি ডিজিটাল স্বাক্ষর সার্টিফিকেট বিতরণ ও বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করেছে। কমলমতি বালিকাদের সাইবার নিরাপত্তা বিষয়ে সচেতন করতে সারা দেশে ২০০ টির বেশি বালিকা বিদ্যালয়ে মোট দশ হাজারের ও বেশি ছাত্রীদের হাতে-কলমে সাইবার নিরাপত্তা বিধানে সচেতনতামূলক প্রশিক্ষণ প্রদান করেছে।সাইবার অপরাধ শনাক্তকরণের লক্ষ্যে সিসিএ কার্যালয়ে একটি 'ডিজিটাল ফরেনসিক ল্যাব' স্থাপন করা হয়েছে যার মাধ্যমে সাইবার ট্রাইব্যুনাল থেকে প্রাপ্ত মামলার ফরেনসিক প্রতিবেদন প্রদান করা সম্ভব হচ্ছে। তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইন ২০০৬ যুগোপযোগী করণের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় সংশোধনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। এছাড়া এই অর্থ বছরে সিএ মনিটরিং সিস্টেম স্থাপন এবং নিরাপত্তা বিধান প্রকল্প চলমান আছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ঘোষিত ডিজিটাল বাংলাদেশ বির্নিমাণে সিসিএ কার্যালয় তার কার্যক্রমকে আরও বেগবান করে ডিজিটাল বাংলাদেশের নির্ধারিত লক্ষ্যে পৌঁছাতে সক্ষম হবে ইনশাআল্লাহ।

সিসিএ কার্যালয়ের ২০১৯-২০২০ অর্থবছরের বিভিন্ন উদ্যোগ, কার্যক্রম ও অর্জনসমূহ তুলে ধরার জন্য এই প্রকাশনার সঙ্গে জড়িত সকলের প্রতি আমার অশেষ। ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা।

"নিরাপদ ডিজিটাল পরিবেশ গড়ি
সুরক্ষিত থাকুক বাংলার নারী"

আবু সাঈদ চৌধুরী
নিয়ন্ত্রক
সিসিএ কার্যালয়

সূচিপত্র

ক্রমিক নং	বিষয়
১.	ভূমিকা
২.	ভিশন
৩.	মিশন
৪.	কর্মপরিধি
৫.	ইতিহাস
৬.	ইলেক্ট্রনিক স্বাক্ষর সার্টিফিকেট প্রদানকারী কর্তৃপক্ষের নিয়ন্ত্রক (সিসিএ)-এর কার্যালয়ের নিয়ন্ত্রক-এর দায়িত্বাবলী
৭.	ভিশন ২১
৮.	জনবল ও সাংগঠনিক কাঠামো
৯.	অধিশাখাসমূহ
১০.	প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত তথ্য
১১.	ওয়ার্কশপ/সেমিনার সংক্রান্ত তথ্য
১২.	ডিজিটাল নিরাপত্তা বিষয়ক কর্মশালা
১৩.	বাজেট ব্যবস্থাপনা
১৪.	ইউনিক আইডেন্টিফিকেশন এজেন্সি
১৫.	২০১৯-২০ অর্থবছরের গুরুত্বপূর্ণ অর্জন
১৬.	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা/প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নে গৃহীত পদক্ষেপ
১৭.	ই-ফাইলিং বাস্তবায়ন
১৮.	আয়োজিত বিভিন্ন ইভেন্ট
১৯.	সিএ মনিটরিং সিস্টেম স্থাপন এবং নিরাপত্তা বিধান
২০.	সিসিএ ডিজিটাল ফরেনসিক ল্যাবে গৃহিত কার্যক্রম
২১.	জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়নে ২০১৯-২০২০ সালের কর্মপরিকল্পনা ও অর্জন
২২.	জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়নে ২০১৯-২০২০ সালের কর্মপরিকল্পনা ও অর্জন
২৩.	সিসিএ কার্যালয়ের উত্তম চর্চাসমূহ
২৪.	সিসিএ কার্যালয়ের আগামী ১০ বছরের প্ল্যানিং ও রোডম্যাপ
২৫.	বাজেট বরাদ্দ ও ব্যয় সংক্রান্ত তথ্য (উন্নয়ন ও অনুন্নয়ন)
২৬.	কর্মসূচি সংক্রান্ত তথ্য
২৭.	সিএ মনিটরিং সিস্টেম স্থাপন এবং নিরাপত্তা বিধান
২৮.	সিটিজেন চার্টার
২৯.	ডিজিটাল স্বাক্ষর: অনলাইন কার্যক্রমে নিরাপদ থাকার বিশ্বস্বীকৃত পন্থা
৩০.	সিসিএ ডিজিটাল ফরেনসিক ল্যাব
৩১.	কন্ট্রোলার অব সার্টিফায়িং অথরিটিজ (সিসিএ) কার্যালয় আন্তর্জাতিক মানের প্রতিষ্ঠান হিসাবে সিএ ব্রাউজার ফোরামের সীল অর্জন

ইলেক্ট্রনিক স্বাক্ষর সার্টিফিকেট প্রদানকারী কর্তৃপক্ষের নিয়ন্ত্রক-এর কার্যালয়
www.cca.gov.bd

১। ভুমিকা

সরকার প্রতিশ্রুত ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণের ভিত্তি হিসেবে দেশে তথ্য প্রযুক্তির বিকাশ, ই-কর্মাস, ই-লেনদেন, ই-প্রকিউরমেন্ট, ই-গভর্নেন্স চালুকরণের লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে ডিজিটাল স্বাক্ষর প্রবর্তনের উদ্দেশ্যে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইন ২০০৬ (সংশোধিত ২০১৩) মোতাবেক তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের অধীনে সংযুক্ত অফিস হিসাবে ২০১২ সালে ইলেক্ট্রনিক স্বাক্ষর সার্টিফিকেট প্রদানকারী কর্তৃপক্ষের নিয়ন্ত্রকের (Controller of Certifying Authorities) কার্যালয় প্রতিষ্ঠা করা হয়। এর ফলে নিরাপদ ই-গভর্নেন্স চালু করার উদ্যোগ নেয়া সম্ভব হয়েছে।

০৫টি বেসরকারি প্রতিষ্ঠান এবং সরকারি পর্যায়ে বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিলকে সার্টিফিকেট প্রদানকারী কর্তৃপক্ষ (সিএ) হিসাবে লাইসেন্স প্রদান করা হয়েছে। সিএ হিসাবে লাইসেন্স প্রাপ্ত ০৬টি প্রতিষ্ঠান তাদের নিজস্ব কারিগরি প্রক্রিয়া সম্পন্ন করে ইলেক্ট্রনিক সাক্ষর সার্টিফিকেট প্রদানকারী কর্তৃপক্ষের নিয়ন্ত্রকের কার্যালয় হতে সিএ লাইসেন্স গ্রহণ করেছে। এই ০৬টি সিএ প্রতিষ্ঠান বর্তমানে বিভিন্ন সরকারি-বেসরকারি সংস্থা ও আগ্রহী ব্যক্তিবর্গের নিকট ডিজিটাল স্বাক্ষর সার্টিফিকেট ও সংশ্লিষ্ট সেবা প্রদান করছে। এ সংস্থা কর্তৃক ডিজিটাল স্বাক্ষর সার্টিফিকেটের মাধ্যমে অনলাইন ভিত্তিক কার্যক্রমে পরিচিতি প্রতিপাদন (Authentication) তথ্যের গোপনীয়তা ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করা হয়ে থাকে। তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইনের ৫ ধারায় ইলেক্ট্রনিক স্বাক্ষর দ্বারা ইলেক্ট্রনিক রেকর্ড সত্যায়নের বিধান করা হয়েছে। জাতীয় তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি নীতিমালা ২০০৯, ২০১৫ ও ২০১৮ এর কর্মপরিকল্পনা মোতাবেক সরকারি দপ্তরসমূহে ইলেকট্রনিক পদ্ধতিতে নথি ব্যবস্থাপনাসহ অন্যান্য ই-গভর্নেন্স কার্যক্রম বাস্তবায়নের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। বিভিন্ন সরকারি প্রতিষ্ঠান ই-গভর্নেন্সে উত্তরণের লক্ষ্যে অনলাইন কার্যক্রম, যেমনঃ সফটওয়্যার উন্নয়ন, অনলাইনে নাগরিক আবেদন গ্রহণ ও সেবা প্রদান, অনলাইনে বিভিন্ন ধরণের লাইসেন্স ও নিবন্ধন কার্যক্রম ইত্যাদি বাস্তবায়ন করা হচ্ছে।

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের আওতাধীন ইলেক্ট্রনিক স্বাক্ষর সার্টিফিকেট প্রদানকারী কর্তৃপক্ষের নিয়ন্ত্রক (সিসিএ)-এর কার্যালয় ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণে অন্যতম অংশীদার। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর বিশেষ উদ্যোগ সমূহ এবং বর্তমান সরকারের নির্বাচনী ইশতেহারে লক্ষ্যমাত্রার উল্লেখযোগ্য বিষয় যেমন-তারুণ্যের শক্তি, সাইবার জগতে নিরাপদ বিচরণের মাধ্যমে নারীর ক্ষমতায়ন, ডিজিটাল বাংলাদেশ ও অন্যান্য বিষয় নিয়ে ইলেক্ট্রনিক স্বাক্ষর সার্টিফিকেট প্রদানকারী কর্তৃপক্ষের নিয়ন্ত্রক (সিসিএ) বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণ করছে এবং বাস্তবায়নে কাজ করে যাচ্ছে। টেকসই উন্নয়ন অভিষ্ট লক্ষ্যমাত্রা, সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা, আইসিটি নীতিমালা, নির্বাচনী ইশতেহার ২০১৮-এর উপর ভিত্তি করে ইলেক্ট্রনিক স্বাক্ষর সার্টিফিকেট প্রদানকারী কর্তৃপক্ষের নিয়ন্ত্রক (সিসিএ)-এর কার্যালয়ে বর্তমানে একটি প্রকল্প বাস্তবায়ন চলমান এবং ভবিষ্যতের জন্য বিভিন্ন উদ্যোগ/পরিকল্পনা/প্রকল্প প্রক্রিয়াধীন।

২। ভিশন

নিরাপদ তথ্য প্রযুক্তির বিকাশ।

৩। মিশন

ডিজিটাল স্বাক্ষর সার্টিফিকেট প্রবর্তনের মাধ্যমে নিরাপদ তথ্য আদান প্রদান নিশ্চিতকরণ এবং সাইবার অপরাধ দূরীকরণে জাতীয় ও আঞ্চলিক যৌথ উদ্যোগ প্রতিষ্ঠা।

উদ্দেশ্যসমূহ (Strategic Objectives):

- দেশে নিরাপদ তথ্য প্রযুক্তির বিকাশে সহায়তা করা;
- Public Key Infrastructure (PKI) কার্যক্রম পরিচালনা;

- ইলেক্ট্রনিক/ডিজিটাল স্বাক্ষর প্রবর্তন করে অনলাইন জালিয়াতি প্রতিরোধের মাধ্যমে নিরাপদ তথ্য প্রযুক্তির বিকাশ;
- নাগরিকদের ইউনিক আইডি সম্বলিত ডাটাবেজ তৈরীর মাধ্যমে পরিচিতি সংরক্ষণ, যাচাই ও সনদ প্রদান;
- জনসাধারণকে নিরাপদ তথ্য আদান প্রদানে সচেতন করা।

৪। কর্মপরিধি

- ইলেক্ট্রনিক স্বাক্ষর সার্টিফিকেট প্রদানকারী কর্তৃপক্ষের নিয়ন্ত্রক-এর কার্যালয়ের মাধ্যমে দেশে ই-কমার্স, ই-পেমেন্ট, ই-লেনদেন ই-প্রকিউরমেন্ট তথা ই-গভর্নেন্স ব্যবস্থা প্রবর্তনে সহায়তা প্রদান;
- সরকারি তথ্যসহ বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ তথ্যের নিরাপদ আদান-প্রদান নিশ্চিত করার জন্য প্রয়োজনীয় কার্যাবলি পালন;
- এ কার্যালয়ের অধীনে লাইসেন্সিং-এর মাধ্যমে সার্টিফায়িং অথরিটি (সিএ) নিয়োগ করা এবং সার্টিফায়িং অথরিটিসমূহের নিয়ন্ত্রক হিসেবে দায়িত্ব পালন;
- ইলেক্ট্রনিক স্বাক্ষর সার্টিফিকেট প্রদানকারী কর্তৃপক্ষের নিয়ন্ত্রক এর কার্যালয় উক্ত গ্রাহক ও সিএ এর মধ্যকার বিভিন্ন স্বার্থের বিরোধ নিষ্পত্তি করা;
- সার্টিফায়িং অথরিটি (সিএ) সমূহের কার্যাবলী পর্যবেক্ষণ ও তদারকি;
- সিএ সমূহের বিভিন্ন তথ্য, যেমনঃ প্রদত্ত পাবলিক ও প্রাইভেট কী সমূহের তথ্য, গ্রাহকদের তথ্য ইত্যাদিসহ বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ তথ্যে সংরক্ষণাধার ব্যবস্থাপনার কাজ সম্পাদন।
- সিটিজেন ডাটাবেস-এর সংরক্ষণকারী (repository) উন্নয়ন, পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ;
- সিটিজেন ডাটাবেস-এ নাগরিক তথ্যের গোপনীয়তা ও নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ;
- সিটিজেন ডাটাবেস-এর ব্যবহার সংক্রান্ত বিষয়ে বিধি/ গাইডলাইন/ নির্দেশিকা প্রণয়ন;
- সিটিজেন ডাটাবেস-এর ব্যবহারকারিদের জন্য কারিগরি মানদন্ড নির্ধারণ;
- সাইবার অপরাধ তদন্ত।

৫। ইতিহাস

ইলেক্ট্রনিক স্বাক্ষর সার্টিফিকেট প্রদানকারী কর্তৃপক্ষের নিয়ন্ত্রকের কার্যালয় (সিসিএ) হলো ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্য প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের অধীন তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের একটি সংযুক্ত দপ্তর। ২০১১ সালের মে মাসে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইন, ২০০৬ (সংশোধিত-২০১৩) এর অধীন এ সংস্থা গঠিত হয়। এ সংস্থার প্রধান হলেন একজন নিয়ন্ত্রক যিনি সরকার কর্তৃক নিযুক্ত হন। সংস্থার প্রধান হিসেবে নিয়ন্ত্রক ইলেক্ট্রনিক স্বাক্ষর সার্টিফিকেট প্রদানকারী কর্তৃপক্ষের কার্যাবলী তত্ত্বাবধান ও নিয়ন্ত্রণ এবং তাদের মধ্যে বিরোধ নিষ্পত্তিতে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন। দেশে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির দ্রুত অগ্রগতির ফলে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির আইনগত বৈধতা ও নিরপত্তা প্রদান করা সমীচীন ও প্রয়োজন। এ জন্য সরকার ২০০৬ সালে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইন, ২০০৬ পাস করে। এই আইনের মাধ্যমে ডিজিটাল স্বাক্ষর ও ইলেক্ট্রনিক রেকর্ডের আইনগত স্বীকৃতি প্রদান করা হয়েছে। জাতীয় তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি নীতিমালা-২০১৮ এ ডিজিটাল স্বাক্ষর প্রবর্তনের নির্দেশনা দেয়া হয়েছে। ২০০৯ সালে দেশে ডিজিটাল স্বাক্ষর প্রবর্তনের কার্যক্রম শুরু করা হয়, যা ধীরে ধীরে সমগ্র বাংলাদেশে ইলেক্ট্রনিক স্বাক্ষর সার্টিফিকেট প্রদানকারী কর্তৃপক্ষের নিয়ন্ত্রকের কার্যালয় (সিসিএ) এর মাধ্যমে পরিচালিত হচ্ছে। তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইন, ২০০৬ (সংশোধিত-২০১৩) এর ধারা ৮ অনুযায়ী সকল সরকারি অফিসে ইলেক্ট্রনিক স্বাক্ষর ও ইলেক্ট্রনিক রেকর্ড ব্যবহারের স্বীকৃতি প্রদান করা হয়েছে। এর ফলে সকল সরকারি অফিসে ইলেক্ট্রনিক স্বাক্ষর ও ইলেক্ট্রনিক রেকর্ডের ব্যবহার নিশ্চিত করা কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

৬। ইলেক্ট্রনিক স্বাক্ষর সার্টিফিকেট প্রদানকারী কর্তৃপক্ষের নিয়ন্ত্রকের কার্যালয় (সিসিএ)-এর কার্যালয়ের নিয়ন্ত্রক-এর দায়িত্বাবলী:

১) নিয়ন্ত্রকের কার্যালয়ের যাবতীয় কার্যক্রম তত্ত্বাবধান ও পরিচালনা;
২) সার্টিফিকেট প্রদানকারী কর্তৃপক্ষের কার্যাবলীর তত্ত্বাবধান;
৩) সার্টিফিকেট প্রদানকারী কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অনুসরণীয় মানদন্ড নির্ধারণ;
৪) সার্টিফিকেট প্রদানকারী কর্তৃপক্ষের কর্মচারীদের যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা নির্ধারণ;
৫) সার্টিফিকেট প্রদানকারী কর্তৃপক্ষের কার্যপরিচালনার শর্তাবলী নির্ধারণ;
৬) ইলেক্ট্রনিক স্বাক্ষর প্রত্যয়নের বিষয়ে ব্যবহৃত হতে পারে এরুপ লিখিত, ছাপানো, অথবা দৃশ্যমান কোন বিষয়বস্তু বা বিজ্ঞাপনে অন্তর্ভুক্ত বিষয়াদি নির্ধারণ;
৭) ইলেক্ট্রনিক স্বাক্ষর সার্টিফিকেট ফরম ও এতে অন্তর্ভুক্ত বিষয়াদি নির্ধারণ;
৮) বিদেশী সার্টিফিকেট প্রদানকারী কর্তৃপক্ষেকে স্বীকৃতি প্রদান;
৯) ইলেকট্রনিক স্বাক্ষর বিষয়ে বিধি প্রণয়ন;
১০) সার্টিফিকেট প্রদানকারী কর্তৃপক্ষের হিসাব সংরক্ষণের ছক ও পদ্ধতি নির্ধারণ;
১১) সার্টিফিকেট প্রদানকারী কর্তৃপক্ষের হিসাব নিরীক্ষার উদ্দেশ্যে নিরীক্ষক নিয়োগের শর্তাবলী এবং তাহাদের সম্মানী নির্ধারণ;
১২) কোন সার্টিফিকেট প্রদানকারী কর্তৃপক্ষ এককভাবে বা অন্য কোন সার্টিফিকেট প্রদানকারী কর্তৃপক্ষের সহিত যৌথভাবে ইলেকট্রনিক সিস্টেম স্থাপনের সুবিধা প্রদান এবং উক্ত সিস্টেম পরিচালনার নীতি নির্ধারণ;
১৩) কার্য পরিচালনা বিষয়ে গ্রাহক ও সার্টিফিকেট প্রদানকারী কর্তৃপক্ষের আচরন বিধি নির্ধারণ;
১৪) সার্টিফিকেট প্রদানকারী কর্তৃপক্ষ ও গ্রাহকের মধ্যকার স্বার্থের বিরোধ নিষ্পত্তি;
১৫) সার্টিফিকেট প্রদানকারী কর্তৃপক্ষের কর্তব্য ও দায়িত্ব নির্ধারণ;
১৬) কম্পিউটার জাত উপাত্ত-ভান্ডার সংরক্ষণ;
১৭) সার্টিফিকেট প্রদানকারী কর্তৃপক্ষ দ্বারা সার্টিফিকেট প্রাপ্তির কোন শর্ত লঙ্ঘিত হলে সার্টিফিকেট বাতিলের আনুষঙ্গিক কার্যক্রম গ্রহণ;
১৮) ইলেকট্রনিক স্বাক্ষর সার্টিফিকেট-এর সংরক্ষণাধার (repository) উন্নয়ন, পরিচালনা রক্ষণাবেক্ষণ;
১৯) ইলেকট্রনিক স্বাক্ষরের গোপনীয়তা ও নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ;
২০) ইলেকট্রনিক স্বাক্ষর সার্টিফিকেট ইস্যুর জন্য আবেদনকারীদের লাইসেন্স প্রদান;
২১) প্রদত্ত লাইসেন্স বাতিল বা স্থগিত করণ;
২২) সিটিজেন ডাটাবেস-এর সংরক্ষণকারী (REPOSITORY) উন্নয়ন, পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ;
২৩) সিটিজেন ডাটাবেস-এ নাগরিক তথ্যের গোপনীয়তা ও নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ;
২৪) সিটিজেন ডাটাবেস-এর ব্যবহার সংক্রান্ত বিষয়ে বিধি/ গাইডলাইন/ নির্দেশিকা প্রণয়ন;
২৫) সিটিজেন ডাটাবেস-এর ব্যবহারকারিদের জন্য কারিগরি মানদন্ড নির্ধারণ;
২৬) তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইন, ২০০৬ এর কোন আইন বা প্রণীত বিধিবিধান লঙ্ঘিত হলে তদন্ত কার্য পরিচালনা এবং দেওয়ানী কার্যবিধির অধীন দেওয়ানী আদালতের ক্ষমতা প্রয়োগ;
২৭) তদন্তের স্বার্থে কম্পিউটার এবং এতে ধারণকৃত উপাত্তে প্রবেশ;
২৮) তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইন, ২০০৬ কোন আইন বা প্রণীত বিধি বা প্রবিধানের বিধান প্রতিপালন নিশ্চিত করার জন্য আদেশ দ্বারা সার্টিফিকেট প্রদানকারী কর্তৃপক্ষ বা এর কোন কর্মচারীকে প্রয়োজনীয় নির্দেশ প্রদান;
২৯) কোন কম্পিউটার, কম্পিউটার সিস্টেম বা কম্পিউটার নেটওয়ার্ককে সংরক্ষিত সিস্টেম হিসেবে ঘোষণা;
৩০) তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইন, ২০০৬ এর বিধি বিধান অনুসারে জরিমানা আরোপ এবং আদায়;
৩১) তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইন এর অধীন কোন অপরাধ প্রকাশ্য স্থানে সংঘটিত হলে বা হচ্ছে মর্মে বিশ্বাস করার যুক্তিসংগত কারণ থাকলে তল্লাশি করা, সংশ্লিষ্ট বস্তু আটক এবং সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি বা অপরাধীকে গ্রেফতার;
৩২) ইলেক্ট্রনিক স্বাক্ষর সার্টিফিকেট প্রদানকারী কর্তৃপক্ষের লাইসেন্সের আবেদন, লাইসেন্স প্রদান, মানদন্ড নির্ধারণ ইত্যাদি বিষয়ে প্রবিধান প্রণয়ন;
৩৩) তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইন ২০০৬ এর বা এর অধীন প্রণীত বিধির অধীন অন্য কোন কার্য-সম্পাদন;
৩৪) সরকার কর্তৃক অর্পিত দায়িত্ব পালন।

৭। ভিশন ২১

বাংলাদেশকে ডিজিটাল বাংলাদেশের দিকে এগিয়ে নেয়ার জন্য তথ্য প্রযুক্তির প্রসারের লক্ষ্যে সরকার জন্য বিভিন্ন পদক্ষেপ নিয়েছে। ভিশন ২১ অর্জনের লক্ষ্যে সরকার যেসব পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে তার একটি হলো দেশে ডিজিটাল স্বাক্ষর প্রবর্তন ও পাবলিক কী ইনফ্রাস্ট্রাকচারের (পিকেআই) উন্নয়ন সাধন করা। ২০১১ সালে ইলেক্ট্রনিক স্বাক্ষর সার্টিফিকেট প্রদানকারী কর্তৃপক্ষের নিয়ন্ত্রকের কার্যালয় (সিসিএ) হতে ৬ টি প্রতিষ্ঠানকে সার্টিফায়িং অথরিটি (সিএ) হিসেবে লাইসেন্স প্রদান করা হয়।

১৮ এপ্রিল, ২০১২ সালে রুট কী জেনারেশন সেরিমনির মাধ্যমে দেশে ডিজিটাল স্বাক্ষর চালুকরণের অন্যতম ধাপ সম্পন্ন করা হয়েছে। সরকার নিম্নবর্ণিত লক্ষ্য বাস্তবায়নের জন্য দেশে ডিজিটাল স্বাক্ষর ও সিটিজেন ডাটাবেজ সার্ভিস চালু করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেঃ

- পেপারলেস গভর্নমেণ্ট করেসপনডেন্স;
- ই- গভর্নমেন্ট;
- ই- কমার্স;
- ই- প্রকিউরমেন্ট;
- ইলেক্ট্রনিক ডকুমেন্ট সাইনিং;
- ডিজিটাল স্বাক্ষর ব্যবহারের মাধ্যমে ইন্টারনেট ব্যাংকিং;
- ডিভাইস ও সার্ভার সাইনিং;
- সাইবার অপরাধ প্রতিরোধ;
- সিটিজেন ডাটাবেস-এর সংরক্ষণাধার (repository) উন্নয়ন, পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ;
- সিটিজেন ডাটাবেস-এ নাগরিক তথ্যের গোপনীয়তা ও নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ;
- সিটিজেন ডাটাবেস-এর ব্যবহার সংক্রান্ত বিষয়ে বিধি/ গাইডলাইন/ নির্দেশিকা প্রণয়ন;
- সিটিজেন ডাটাবেস-এর ব্যবহারকারিদের জন্য কারিগরি মানদণ্ড নির্ধারণ;

পূর্বের চেয়ে আজকের পৃথিবীতে তথ্যপ্রযুক্তির ব্যাপক অগ্রগতির ফলে সবকিছুতে আরো বেশি আন্ত:সম্পর্ক গড়ে উঠেছে। তথ্য প্রযুক্তির কল্যাণে মানুষ নানা ধরনের সুযোগ সুবিধা পাচ্ছে এবং কঠিন কাজ দ্রুত সমাধান করতে পারছে। কিন্তু পাশাপাশি সাইবার সন্ত্রাস বা কম্পিউটার ও অনলাইন ভিত্তিক নানা অপরাধের প্রবণতাও বেড়ে গেছে। এ সকল হুমকির প্রেক্ষিতে বিভিন্ন দেশ সাইবার অপরাধ প্রতিরোধে আইন প্রণয়ন করেছে।

৮। সাংগঠনিক কাঠামো ও জনবল

সিসিএ কার্যালয়ের সাংগাঠনিক কাঠামো

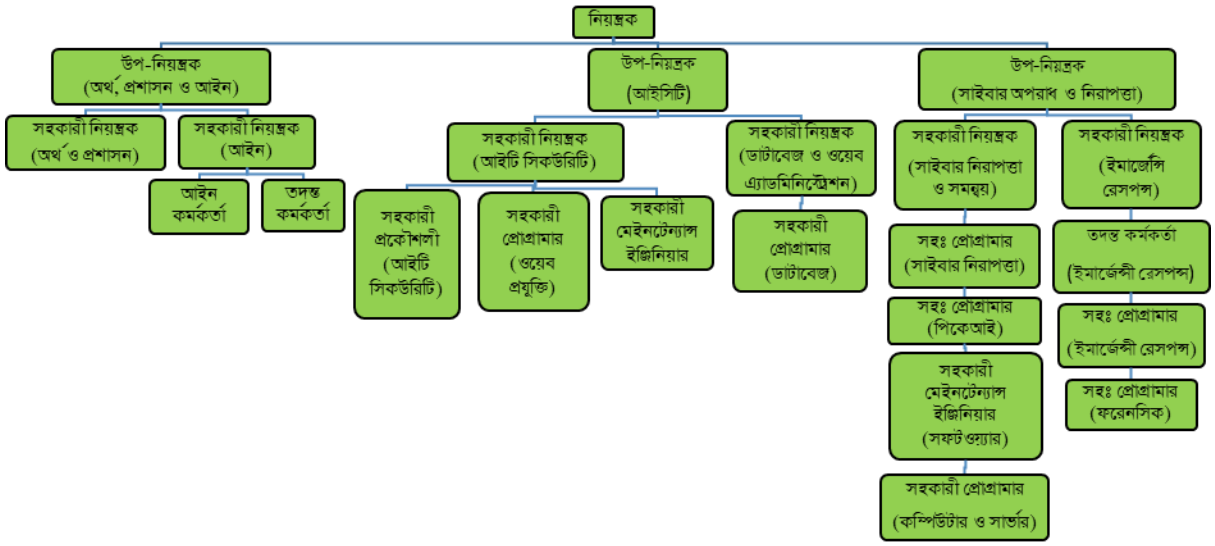

সিসিএ কার্যালয়ের জনবল

ইলেক্ট্রনিক স্বাক্ষর সার্টিফিকেট প্রদানকারী কর্তৃপক্ষের নিয়ন্ত্রক (সিসিএ)-এর কার্যালয়ে ৯ম গ্রেড থেকে তদূর্ধ্ব গ্রেডের ২৬টি, ১১-১৬তম গ্রেডের ১৯টি এবং ১৮-২০তম গ্রেডের ১০টিসহ মোট ৫৫টি অনুমোদিত পদ রয়েছে।

অনুমোদিত জনবল				কর্মরত জনবল				শূন্য পদের বিবরণ				সর্বমোট জনবল		
১ম শ্রেণি	২য় শ্রেণি	৩য় শ্রেণি	৪র্থ শ্রেণি	১ম শ্রেণি	২য় শ্রেণি	৩য় শ্রেণি	৪র্থ শ্রেণি	১ম শ্রেণি	২য় শ্রেণি	৩য় শ্রেণি	৪র্থ শ্রেণি	অনুমোদিত	কর্মরত	শূন্য
২৬	০	১৯	১০	১২	০	১৩	১	১৪	০	৬	০৯	৫৫	২৬	২৯

৯। অধিশাখা সমূহ

৯.১ অর্থ প্রশাসন ও আইন অধিশাখা

* দায়িত্বাবলি:

১। সিসিএ কার্যালয়ের অর্থ, প্রশাসন ও আইন সংক্রান্ত যাবতীয় কার্যক্রম গ্রহণ, তত্ত্বাবধান ও পরিচালনা;
২। সিসিএ কার্যালয়ের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের নিয়োগ, বদলী, পদায়ন, শৃঙ্খলা ও সাধারণ প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত কার্যাবলী;
৩। সিসিএ কার্যালয়ের ক্রয় ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত কার্যাবলী;
৪। সিসিএ কার্যালয়ের সিএ লাইসেন্স প্রদান/নবায়ন/বাতিল/ দায়িত্ব ও কর্তব্য নির্ধারণ সংক্রান্ত কার্যাবলী;
৫। সিসিএ কার্যালয়ের যানবাহন ও জ্বালানী ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত কার্যাবলী;
৬। সিসিএ কার্যালয়ের বিভিন্ন আইন/নীতিমালা/বিধিমালা প্রণয়ন ও সংশোধন সংক্রান্ত কার্যাবলী;
৭। সিসিএ কার্যালয়ের মাসিক ও বার্ষিক প্রতিবেদন প্রস্তুতকরণ এবং সমন্বয় সংক্রান্ত কার্যাবলী;
৮। কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রদেয় অন্যান্য কার্যাবলী।

৯.২ আইসিটি অধিশাখা

* দায়িত্বাবলি:

১। তথ্য প্রযুক্তি বিষয়ক এবং ইনোভেশন সংক্রান্ত যাবতীয় কার্যক্রম গ্রহণ, তত্ত্বাবধান ও পরিচালনা;
২। ওয়েব এ্যাডমিনিস্ট্রেশন ও সফট্ওয়্যার সংক্রান্ত কার্যাবলী;
৩। সিসিএ কার্যালয়ের ডাটাবেজ ও স্টোরেজ সংক্রান্ত কার্যাবলী;
৪। ডিজিটাল ও ইলেক্ট্রনিক স্বাক্ষর (ই-স্বাক্ষর) বাস্তবায়ন/প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত কার্যাবলী;
৫। ইলেক্ট্রনিক স্বাক্ষরের গোপনীয়তা ও নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ সংক্রান্ত কার্যাবলী;
৬। ইলেক্ট্রনিক স্বাক্ষরের রীতি ও পদ্ধতি নির্ধারণ সংক্রান্ত কার্যাবলী;
৭। সিএ অফিস পরিদর্শন ও সিএ অডিট সংক্রান্ত কার্যাবলী;
৮। কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রদেয় অন্যান্য কার্যাবলী।

৯.৩ সাইবার অপরাধ ও নিরাপত্তা অধিশাখা

* দায়িত্বাবলি:
১। নাগরিকের ইউনিক আইডেন্টিফিকেশন ও ভেরিফাইং অথরিটি সংক্রান্ত কার্যাবলী;
২। প্রকল্প প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন মনিটরিং সংক্রান্ত কার্যাবলী;
৩। রিসার্চ ও ডেভেলপমেন্ট (R&D) সংক্রান্ত কার্যাবলী;
৪। সাইবার ট্রাইব্যুনাল হতে প্রাপ্ত মামলার তদন্ত সংক্রান্ত কার্যাবলী;
৫। সাইবার অপরাধ নিয়ন্ত্রণে সচেতনতামূলক কার্যাবলী;
৬। ফরেনসিক ল্যাব পরিচালনা সংক্রান্ত কার্যাবলী;
৭। ইমার্জেন্সী রেসপন্স সংক্রান্ত কার্যাবলী;
৮। কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রদেয় অন্যান্য কার্যাবলী।

১০। প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত তথ্য

ক্রমিক নং	প্রশিক্ষণের নাম	অংশ গ্রহণকারী	মন্তব্য
১।	১.সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা-২০১৮। ২.সরকারি কর্মচারী নিয়মিত উপস্থিতি বিধিমালা ২০১৯।	সিসিএ কার্যালয়ের কমকর্তা কর্মচারীবৃন্দ।	ইনহাউজ প্রশিক্ষণ।
২।	ডিজিটাল স্বাক্ষর সার্টিফিকেট বিতরণ এবং ডিজিটাল স্বাক্ষর প্রশিক্ষণ।	৭০৩ জন সরকারি বিভিন্ন দপ্তর/সংস্থায় কর্মরত ৯ম থেকে তদূর্ধ্ব গ্রেডের সকল কর্মকর্তা।	সরকারি কর্মকর্তাগণের মধ্যে আয়োজিত প্রশিক্ষণ।
৩।	১.সাইবার নিরাপত্তা ২.থ্রেট ভালনারেবিলিটি এসেসর ৩.নেটওর্য়াক ট্রাফিক এনালাইসিস ৪.সিকিউরিটি এনালিস্ট ।	সিসিএ কার্যালয়, অধীনস্ত ৬ টি সিএ প্রতিষ্ঠান, তথ্য ও প্রযুক্তি বিভাগ এবং ফোর টায়ার ডাটা সেন্টারের কর্মকর্তাবৃন্দ।	সিএ মনিটরিং সিস্টেম ও নিরাপত্তা বিধান প্রকল্পের আওতায় আয়োজিত ট্রেনিং।

১১। ওয়ার্কশপ/সেমিনার সংক্রান্ত তথ্য:

ক্রমিক নং	ওয়ার্কশপ/সেমিনার	অংশগ্রহণকারী	মন্তব্য
১।	ডিজিটাল নিরাপত্তায় মেয়েদের সচেতনতা।	সারাদেশের ৮ম—১০ম শ্রেণীর বালিকা শিক্ষার্থীবৃন্দ।	২০১৯-২০২০ অর্থবছরে সারা দেশে প্রায় ১০,০০০ স্কুল শিক্ষার্থীর মাঝে এ প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালিত হয়।
২।	তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইন ২০২০ (সংশোধনী) এর খসড়া হালনাগাদকরণ।	তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের সম্মেলন কক্ষে আয়োজিত আন্ত:মন্ত্রনালয় সভা।	তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইন ২০২০ (সংশোধনী) এর খসড়া হালনাগাদকরণের নিমিত্তে অনুষ্ঠিত আন্ত:মন্ত্রনালয় সভায় এই আইনের খসড়া অনুমোদিত হয়।

১২। ডিজিটাল নিরাপত্তা বিষয়ক কর্মশালা

ডিজিটাল নিরাপত্তায় মেয়েদের সচেতনতা শীর্ষক কর্মশালা
স্থান: ফরিদপুর সরকারী বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়

ডিজিটাল নিরাপত্তায় মেয়েদের সচেতনতা শীর্ষক কর্মশালা
স্থান: জামালপুর সরকারী বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়

ডিজিটাল নিরাপত্তায় মেয়েদের সচেতনতা শীর্ষক কর্মশালা
ছবি জুম: বীরশ্রেষ্ঠ মুন্সি আব্দুর রউফ পাবলিক কলেজ, ঢাকা

ডিজিটাল নিরাপত্তায় মেয়েদের সচেতনতা শীর্ষক (অনলাইন) কর্মশালা
স্থান: মাইলস্টোন স্কুল এন্ড কলেজ, উত্তরা ঢাকা

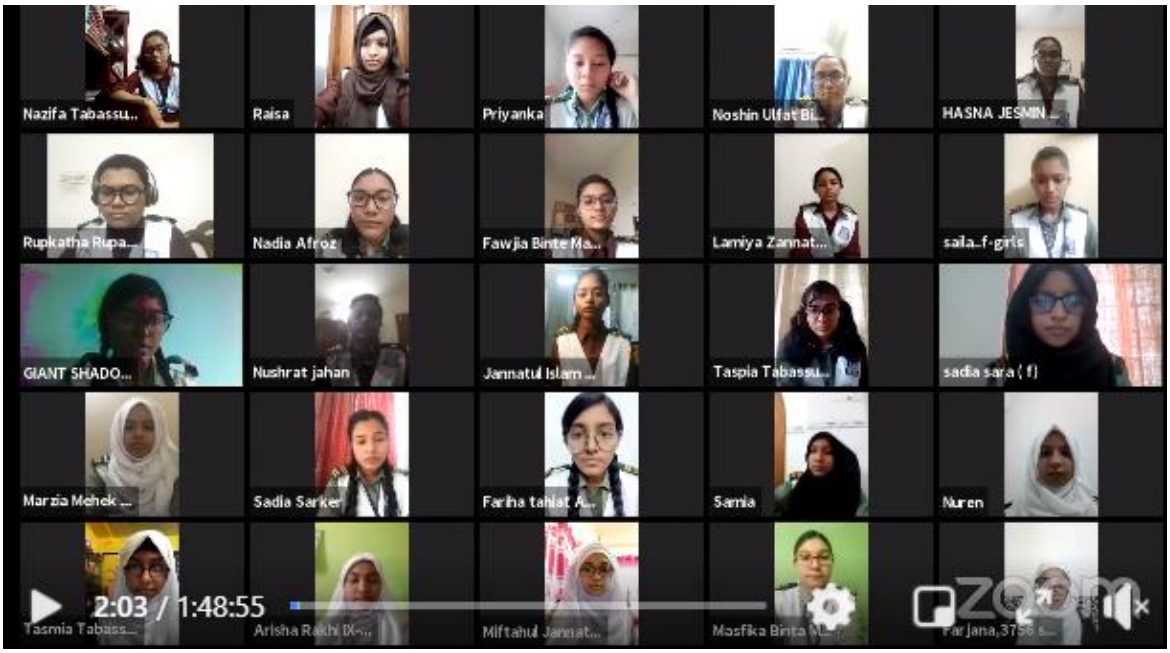

১৩। বাজেট ব্যবস্থাপনা

অফিসের নাম:	বরাদ্দ কৃত বাজেট	সংশোধিত বাজেট	বাস্তবায়ন	অব্যয়ীত অর্থ	মন্তব্য
সিসিএ কার্যালয়	৪,২৭,৪৩০০০/=	৪,১০,৫৯,০০০/=	২,৮১,৪২,১০০/=	১,২৯,১৬,৯০০/=	

১৪। ইউনিক আইডেন্টিফিকেশন এজেন্সি

ইউনিক আইডেন্টিফিকেশন এজেন্সির মুখ্য উদ্দেশ্য

১) ইউনিক আইডেন্টিফিকেশন এজেন্সি হবে দেশের সকল নাগরিকের পরিচিতির (Identity) একমাত্র কেন্দ্রস্থল।
২) দেশের সকল নাগরিকের একটি একক, গোপনীয়, নিরাপদ ও অথেনটিক পরিচিতি নিশ্চিতকরণ।
৩) ইউনিক আইডেন্টিফিকেশন এজেন্সির স্বয়ংসম্পূর্ণ ডাটাবেজের সাথে বিভিন্ন সরকারি বা বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের Incompatible Network Communication সিস্টেম চালুকরণ।
৪) উল্লেখিত লক্ষ্য অর্জনে ইউনিক আইডেন্টিফিকেশন এজেন্সির আওতায় একটি বিশাল ও স্বয়ংসম্পূর্ণ সংরক্ষণাধার তৈরি।

ইউনিক আইডেন্টিফিকেশন এজেন্সির গৌণ উদ্দেশ্য

সময়ের ধারাবাহিকতায় সরকারি-বেসরকারি বিভিন্ন সেবা যেমন, ভূমি ব্যবস্থাপনা, দলিল নিবন্ধন, কোম্পানী নিবন্ধন, ব্যাংকিং কার্যক্রম, মোবাইল ব্যাংকিং, আয়কর, পাসপোর্ট, স্বাস্থ্য, শিক্ষা, সামাজিক নিরাপত্তা ও সেবাখাতসহ সকল অনলাইন কার্যক্রমে নাগরিকের পরিচিতি নিশ্চিত করা এবং সকল প্রকার জালিয়াতি ও প্রতারণা রোধ করার মাধ্যমে দেশে আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা ও টেকসই উন্নয়ন নিশ্চিত করা।

ইউনিক আইডেন্টিফিকেশন এজেন্সি প্রতিষ্ঠার আইনগত ভিত্তি

১) তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইন ২০০৬ (সংশোধিত ২০১৩) অনুসারে কম্পিউটারজাত উপাত্ত ভান্ডার সংরক্ষণ কন্ট্রোলার অব সার্টিফাইং অথরিটিজ (সিসিএ)এর কার্যালয়ের অন্তর্ভুক্ত। উক্ত আইনের **ধারা ৫, ৬, ৮, ৯, ১৯, ২১, ৪৭ ও ৮৮** এর বিধান সিসিএ কে সিটিজেন ডাটাবেজ এর সংরক্ষণ, তদারকী ও ব্যবহারের আইনগত বৈধতা প্রদান করে।
২) আইনের ধারা ১৯ (ড) অনুসারে কম্পিউটারজাত উপাত্ত সংরক্ষণ নিয়ন্ত্রকের কার্যাবলীর অন্তর্ভুক্ত। সে বিবেচনায় সিটিজেন ডাটাবেজের কার্যক্রম সিসিএ কার্যালয়ের উপর অর্পিত হয়।
৩) তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী মহোদয়ের নির্দেশনায় সময়ের ধারাবাহিকতায় সিটিজেন ডাটাবেজকে ইউনিক আইডেন্টিফিকেশন এজেন্সি হিসেবে নামকরণ করা হয়।

ইউনিক আইডেন্টিফিকেশন এজেন্সির প্রাথমিক কর্মপরিধি

১) প্রাথমিক ভাবে NID হতে বিসিসির সংরক্ষণাগারে mirror copy নিয়ে কার্যক্রম শুরু হবে।
২) জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধন কর্তৃপক্ষের সাথে তথ্য আদান-প্রদানের লক্ষ্যে সমঝোতা স্মারক (MoU) স্বাক্ষরের কার্যক্রম গ্রহণ।
৩) মহাপরিচালক, পাসপোর্ট ও ইমিগ্রেশন অধিদপ্তরের সাথে তথ্য আদান-প্রদানের লক্ষ্যে সরকারিভাবে সমঝোতা স্মারক (MoU) স্বাক্ষর কার্যাক্রম।

ইউনিক আইডেন্টিফিকেশন এজেন্সির ভবিষ্যত কর্মপরিধি

১) ইউনিক আইডেন্টিফিকেশন এজেন্সির আওতায় (০-১৭) বছর বয়সী নাগরিকদের একটি নির্ভূল ও স্বয়ংসম্পূর্ণ ডাটাবেজ তৈরি।
২) সরকারী নির্দেশনা স্বাপেক্ষে ১৮ বছর বা তদূর্দ্ধ বয়সী নাগরিকদের একটি নির্ভুল ও স্বয়ংসম্পূর্ণ ডাটাবেজ তৈরি।
৩) ইউনিক আইডেন্টিফিকেশন এজেন্সি হবে দেশের সকল নাগরিকদের একমাত্র ও স্বয়ংসম্পূর্ণ নির্ভূল তথ্যের সংরক্ষণাধার।

সিসিএ কার্যালয় কর্তৃক গৃহিত কার্যক্রম

১) **জনবল অনুমোদন**

প্রয়োজনীয় সংখ্যক চাহিত জনবল কাঠামো জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় হতে অনুমোদন লাভ করেছে, যা পরবর্তি কার্যক্রম গ্রহণের জন্য অর্থ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে।

২) **বিসিসির সাথে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর**

নির্বাচন কমিশনের NID ডাটাবেজ ব্যবহার করে পরিচয় অ্যাপস এর সেবা প্রদান কার্যক্রম শুরু করার জন্য সিসিএ কার্যালয় এবং বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিলের সাথে একটি সমঝোতা স্মারক (MoU) স্বাক্ষরিত হয়।

৩) **আইন সংশোধন**

সিটিজেন ডাটাবেজ কার্যক্রম পুরোপুরি চালুর লক্ষ্যে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইন ২০০৬ (সংশোধিত ২০১৩) এর প্রাসঙ্গিক আইনের সংশোধনীর জন্য কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

৪) **যাচাইকারী কর্তৃপক্ষের শ্রেণিবিন্যাস ও যোগ্যতা নির্ধারণ**

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইন, ২০০৬ (সংশোধিত-২০১৩) এর সংশোধন ও বিধি প্রণয়ন না হওয়া পর্যন্ত পরিচয় গেটওয়ের মাধ্যমে জাতীয় পরিচয়পত্র যাচাইকারী কর্তৃপক্ষ (Verifying Authority) হিসেবে লাইসেন্স প্রাপ্তির শ্রেণিবিন্যাস ও যোগ্যতা নির্ধারণ করা হয়েছে।

৫) **যাচাই কারী কর্তৃপক্ষ হিসেবে লাইসেন্স প্রাপ্তির আবেদন ফরমের নমুনা প্রস্তুতকরণ**

যাচাইকারী কর্তৃপক্ষ (Verifying Authority) হিসেবে লাইসেন্স প্রাপ্তির আবেদন ফরমের নমুনা প্রস্তুতকরতঃ তা অনুমোদনের জন্য বিগত ২৩ জুলাই, ২০১৯ খ্রিঃ তারিখে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগে প্রেরণ করা হয়েছে।

প্রশাসনিক রোডম্যাপ

ক্রম	কর্মপরিকল্পনা	বাস্তবায়নকারী	অগ্রাধিকার
১.	অনুমোদিত জনবল কাঠামোর সকল আনুষ্ঠানিকতা দ্রুত সম্পন্নকরণ।	সিসিএ	উচ্চ
২.	ইউনিক আইডেন্টিফিকেশন এজেন্সি এর কার্যক্রম বাস্তবায়নের লক্ষ্যে স্থান বরাদ্দের কার্যক্রম গ্রহণ।	সিসিএ//UIA	উচ্চ
৩.	ইউনিক আইডেন্টিফিকেশন এজেন্সির জনবল পদায়নের লক্ষ্যে (নিয়োগ/ পদায়ন) কার্যক্রম গ্রহণ।	সিসিএ//UIA	উচ্চ
৪.	ইউনিক আইডেন্টিফিকেশন এজেন্সি এর প্রয়োজনীয় বাজেট সংস্থান/বরাদ্দ এর জন্য দ্রুত কার্যক্রম গ্রহণ।	সিসিএ//UIA	উচ্চ
৫.	বাজেটের সংস্থান সাপেক্ষে ইউনিক আইডেন্টিফিকেশন এজেন্সির প্রয়োজনীয় প্রাথমিক লজিস্টিক সাপোর্ট নির্ধারণ ও প্রয়োজনে ক্রয়।	সিসিএ//UIA	উচ্চ
৬.	ইউনিক আইডেন্টিফিকেশন এজেন্সির আঞ্চলিক ও জেলা পর্যায়ে কার্যালয় স্থাপনের কার্যক্রম গ্রহণ।	সিসিএ//UIA	নিম্ন

টেকনিক্যাল রোডম্যাপ

ক্রম	কর্মপরিকল্পনা	বাস্তবায়নকারী	অগ্রাধিকার
১.	ইউনিক আইডেন্টিফিকেশন এজেন্সি (UIA) ধারণাটি যেহেতু এদেশে নতুন সে বিবেচনায় বিশেষজ্ঞ সদস্যদের (Expert member) সমন্বয়ে প্রয়োজনীয় সংখ্যক পরামর্শক ও টেকনিক্যাল সাপোর্ট কমিটি গঠন।	সিসিএ/সিএ	উচ্চ
২.	ইতোপূর্বে বিসিসি এর সাথে স্বাক্ষরিত সমঝোতা স্মারকের (MoU) এর প্রেক্ষিতে Identity Verification এর লক্ষ্যে BCC এর সাথে Technical Support সংক্রান্ত বিষয়টি আলাপ-আলোচনা ও চূড়ান্তকরণ;	সিসিএ//UIA	উচ্চ
৩.	বিসিসির তথ্য ভান্ডারে সংরক্ষিত তথ্যাদিতে পরিচয় গেটওয়ের মাধ্যমে সিসিএ API এর মাধ্যমে বিসিসির NEA বাসের সাহায্যে Identity Verification বা পরিচিতি যাচাই।	সিসিএ//UIA	উচ্চ
৪.	সম্ভাব্যতা যাচাই বা Feasibility study- ক) ইউনিক আইডেন্টিফিকেশন এজেন্সির যুগোপযোগী কার্যপরিধি নির্ধারণ; খ) ইউনিক আইডেন্টিফিকেশন এজেন্সি (UIA) এর ওয়ার্কওয়ে এবং Architecture Design প্রণয়ন; গ) ডিজিটাল স্বাক্ষর সংযুক্তকরণের ক্ষেত্র চিহ্নিতকরণ; ঘ) বায়োমেট্রিক(Biometric) পদ্ধতির ব্যবহার অন্তর্ভুক্তকরণ; ঙ) সময়ের ধারাবাহিকতায় আইন ও বিধির পরিবর্তন, পরিবর্ধন, সংশোধন; চ) টেকনিক্যাল know-how সম্পর্কে জানা; ছ) কাজের নতুন নতুন ক্ষেত্র উন্মোচনের সাথে সাথে সময়োপযোগী পলিসি অন্তর্ভুক্তকরণ।	সিসিএ//UIA	মধ্যম
৫.	ইউনিক আইডেন্টিফিকেশন এজেন্সি কর্তৃক যাচাকারী কর্তৃপক্ষকে লাইসেন্স প্রদান কার্যক্রম গ্রহণ;	সিসিএ//UIA	মধ্যম
৬.	অভিজ্ঞতা অর্জনের লক্ষ্যে বিদেশ সফর করে জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা অর্জন;	সিসিএ//UIA	নিম্ন
৭.	বিশাল কর্মকান্ড বাস্তবায়নের লক্ষ্যে প্রকল্প গ্রহণ।	সিসিএ//UIA	উচ্চ
৮.	ইউনিক আইডেন্টিফিকেশন এজেন্সির স্বয়ংসম্পূর্ণ ডাটাবেজের সাথে বিভিন্ন সরকারি বা বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের Incompatible Network Communication সিস্টেম চালুকরণ;	সিসিএ//UIA	উচ্চ
৯.	চলমান গবেষণার উপর ভিত্তি করে নতুন নতুন কার্যক্রম অন্তর্ভুক্তকরণ।	সিসিএ//UIA	মধ্যম

ইউনিক আইডেন্টিফিকেশন এজেন্সির কার্যক্রম চালুকরণের ক্ষেত্রে চ্যালেঞ্জসমূহ

১) প্রয়োজনীয় বাজেট সংস্থান।
২) প্রয়োজনীয় টেকনিক্যাল জনবল এর ঘাটতি।
৩) কার্যক্রম সম্পর্কে সম্যক ধারণার অভাব।

১৫। ২০১৯-২০ অর্থবছরের গুরুত্বপূর্ণ অর্জন

২০১৯-২০ অর্থ বছরে সারাদেশের ০৮টি বিভাগের বিভিন্ন জেলার বালিকা বিদ্যালয়ে ছাত্রীদের মাঝে "ডিজিটাল নিরাপত্তায় মেয়েদের সচেতনতা" শীর্ষক কর্মশালা আয়োজন করা হয়েছে। উক্ত কর্মশালার মাধ্যমে প্রায় ১০,০০০ জন ছাত্রীকে হাতে-কলমে সাইবার নিরাপত্তা বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

- ২০১৯-২০ অর্থবছরে বিভিন্ন মন্ত্রণালয় এবং সরকারি দপ্তরের ৭০৩ জন সরকারি কর্মকর্তাকে ডিজিটাল স্বাক্ষর বিষয়ক প্রশিক্ষণ ও ডিজিটাল স্বাক্ষর সার্টিফিকেট প্রদান করা হয়েছে।

- সিসিএ কার্যালয় ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে "নাগরিক সেবায় উদ্ভাবন" বিষয়ক কর্মশালার আয়োজন করে। এ কর্মশালায় সিসিএ কার্যালয়সহ তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের বিভিন্ন সংস্থার ২৫ জন কর্মকর্তাকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়।
- সিসিএ কার্যালয়ের ইন্টারনেট কানেক্টিভিটির নিরাপত্তার জন্য কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে এবং এ কার্যালয়ের জনবলের সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের বিভিন্ন প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হয়েছে।
- বিভিন্ন স্টেক হোল্ডারদের অংশগ্রহণে সিসিএ কার্যালয়ের উদ্যোগে ই-সার্ভিসে ডিজিটাল স্বাক্ষর বিষয়ে গণশুনানীর আয়োজন করা হয়েছে।
- সিসিএ কার্যালয় হতে লাইসেন্স প্রাপ্ত ০৬ টি সিএ প্রতিষ্ঠান এর সিএ সিস্টেমের ভৌত অবকাঠামো পরিদর্শন করা হয়েছে।
- ২০১৯-২০ অর্থবছরে সিসিএ কার্যালয়ের সকল ক্রয় কার্যক্রম ই-টেন্ডারিং পদ্ধতিতে সম্পন্ন করা হয়েছে। ই-নথির কার্যক্রম চালু রয়েছে।

সিসিএ কার্যালয়ের "পিকেআই (পাবলিক কী ইনফ্রাস্ট্রাকচার) সিস্টেমের মানোন্নয়ন এবং সিসিএ কার্যালয়ের সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ' শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় সাইবার অপরাধ নিয়ন্ত্রণ ও তদন্তের জন্য ডিজিটাল ফরেনসিক ল্যাব স্থাপন করা হয়েছে এবং পিকেআই সিস্টেমস আপগ্রেড করা হয়েছে। ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে ১০টি মামলার ৩৫টি আলামতের ফরেনসিক কার্যক্রম সম্পন্ন করে মামলার প্রতিবেদন সাইবার ট্রাইব্যুনালে প্রেরণ করা হয়েছে এবং ১টি মামলার তদন্ত কার্যক্রম চলমান আছে।

- ইন্টারনেট অপরাধী শনাক্তকরণে দ্রুত কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন প্রণয়ন করা হয়েছে। এছাড়াও Establishment of Computer Incident Response Team (CIRT) কার্যকর করার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে।
- মামলার তদন্তের সুবিধার্থে অপরাধের আলামত সংরক্ষণ ও অনলাইনে অপরাধী তাৎক্ষণিকভাবে শনাক্ত করণের জন্য সিসিএ কার্যালয়ে Digital Evidence Management & Reporting System (DEMRS) নামে একটি অনলাইন সেবা চালুর কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে।
- কর্মকর্তা-কর্মচারীদের ছুটি প্রক্রিয়া অনলাইন ভিত্তিক করা হয়েছে। এরই ধারাবাহিকতায় ছুটি ব্যবস্থাপনা সফটওয়্যার চালু করা হয়েছে।
- ইলেক্ট্রনিক স্বাক্ষর সার্টিফিকেট প্রদানকারী কর্তৃপক্ষের নিয়ন্ত্রক (সিসিএ)-এর কার্যালয় কর্তৃক প্রণীত "ডিজিটাল নিরাপত্তা ও সচেতনতা" নামক জনসচেতনতামূলক পুস্তিকা প্রণয়ন করা হয়েছে। প্রণীত পুস্তিকাটি ইতোমধ্যে সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের কপিরাইট অফিস হতে নিবন্ধন সনদ লাভ করেছে।

১৬। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা/প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নে গৃহীত পদক্ষেপ

- দেশে নিরাপদ তথ্য প্রযুক্তির বিকাশে সহায়তা করা।
- আইনানুগভাবে Public Key Infrastructure (PKI) কার্যক্রম পরিচালনা ।
- জনগণকে নিরাপদ তথ্য আদান-প্রদানে সচেতন করা।

১৭। ই-ফাইলিং বাস্তবায়ন

ইলেক্ট্রনিক স্বাক্ষর সার্টিফিকেট প্রদানকারী কর্তৃপক্ষের নিয়ন্ত্রক (সিসিএ)-এর কার্যালয়ে ই-নথির কার্যক্রম শুরু করা হয়েছে। ই-নথিতে ডিজিটাল স্বাক্ষর যুক্ত করার লক্ষ্যে কার্যক্রম গ্রহণ করা হচ্ছে।

১৮। আয়োজিত বিভিন্ন ইভেন্ট

১৩.১ সিসিএ কার্যালয়ের উদ্যোগে ২০১৬-১৭ অর্থবছরে সারা দেশের ৮ টি বিভাগের বিভিন্ন বালিকা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ১০ হাজার ছাত্রীর মধ্যে নারীর ক্ষমতায়নে সাইবার নিরাপত্তা সচেতনতা শীর্ষক কর্মশালার আয়োজন করা হয় যা দেশে বিদেশে ব্যাপক আলোড়ন সৃষ্টি করে। এরই ধারাবাহিকতায় ২০১৯-২০ অর্থবছরে সারা দেশের ০৮টি বিভাগের বিভিন্ন বালিকা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে “ডিজিটাল নিরাপত্তায় মেয়েদের সচেতনতা” শীর্ষক সচেতনতামূলক কর্মশালার আয়োজন করা হয়েছে। ভিকারুননেসা নুন স্কুল ও কলেজে মাননীয় সিনিয়র সচিব মহোদয় এ কর্মশালার কার্যক্রম উদ্বোধন করেন। মাইল স্টোন স্কুল এন্ড কলেজ উত্তরা এর মাধ্যমে এই অর্থ বছরের প্রশিক্ষণ সমাপ্ত হয়। এই কর্মশালায় ৮ম-১০ম শ্রেণীর প্রায় ১০,০০০ হাজার ছাত্রীকে হাতে-কলমে সাইবার নিরাপত্তা বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। এ কর্মশালায় মাধ্যমে সাইবার অপরাধ ও এর সংশ্লিষ্ট আইনের ব্যাখ্যা, সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে নিরাপদে বিচরণের কৌশলসমূহ, অপরাধ থেকে পরিত্রাণের উপায়, সহায়তা পাওয়ার জন্য সংশ্লিষ্ট দপ্তরসমূহের নম্বর এবং অভিযোগ করার সুনির্দিষ্ট পদ্ধতি সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের অবহিত করা হয়।

১৩.২ সিসিএ কার্যালয়ের উদ্যোগে ৭০০ জন সরকারি কর্মকর্তার ৬০ দিনব্যাপী ডিজিটাল স্বাক্ষর বিষয়ক কর্মশালার আয়োজন করা হয়। তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের সিনিয়র সচিব জনাব এনএম জিয়াউল আলম পিএএ, প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে উক্ত কর্মশালার উদ্বোধন করেন। বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিলের নির্বাহী পরিচালক জনাব পার্থপ্রতিম দেব, এবং তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের অন্যান্য উর্দ্ধতন কর্মকর্তাবৃন্দ এ সময় উপস্থিত ছিলেন।

১৯। সিএ মনিটরিং সিস্টেম স্থাপন এবং নিরাপত্তা বিধান

(ক) প্রকল্প পরিচিতি

<table>
<tr><td>নাম</td><td colspan="2">“সিএ মনিটরিং সিস্টেম স্থাপন এবং নিরাপত্তা বিধান” (Establishment of CA Monitoring System and Security in the Office of the Controller of Certifying thorities)</td></tr>
<tr><td>মেয়াদ</td><td colspan="2">জুলাই ২০১৯ – ডিসেম্বর ২০২০</td></tr>
<tr><td>প্রাক্কলিত ব্যয়</td><td colspan="2"><table>
<tr><td>অর্থের উৎস</td><td>পরিমান</td></tr>
<tr><td>জিওবি</td><td>৪৫৭৩.৮৬ (লক্ষ টাকায়)</td></tr>
<tr><td>বৈদেশিক সাহায্য (বিশ্ব ব্যাংক ঋণ)</td><td>-</td></tr>
<tr><td>মোট</td><td>৪৫৭৩.৮৬ (লক্ষ টাকায়)</td></tr>
</table></td></tr>
</table>

(খ) লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

- সার্টিফায়িং অথরিটি সমূহকে সম্পৃক্ত করে সাইবার ইনসিডেন্ট সংক্রান্ত তদারকি ব্যবস্থা গড়ে তোলা।
- উচ্চ দক্ষতা সম্পন্ন সাইবার টেকনিক্যাল টিমের সক্ষমতা তৈরি করণ।
- সম্ভাব্য সাইবার আক্রমণ থামানো এবং ঝুঁকি প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণ করা।
- সার্টিফাইয়িং অথরিটির আওতাধীন সিস্টেমসমূহ ও জনগণকে সম্ভাব্য সাইবার আক্রমণ বিষয়ে সচেতন করা।
-

(গ) উল্লেখ্যযোগ্য কার্যক্রম

- প্রকল্প কার্যালয়ে জনবল নিয়োগ, আসবাবপত্র ক্রয় এবং যানবাহন ক্রয় করা;
- হার্ডওয়্যার ও সফটওয়্যার ক্রয়, স্থাপন এবং সিস্টেম চালু করা;
- পরামর্শক নিয়োগ দেওয়া;
- জাতীয় পর্যায়ে সেমিনার আয়োজন করা;
- স্থানীয় ও বৈদেশিক প্রশিক্ষণের আয়োজন করা;

(ঘ) বাস্তবায়ন অগ্রগতি

- আউটসোর্সিং পদ্ধতেতে জনবল নিয়োগ করা হয়েছে, অন্যান্য পদের নিয়োগ কার্যক্রম চলমান রয়েছে।
- প্রকল্পের যানবাহন ক্রয় করা হয়েছে;
- হার্ডওয়্যার ও সফটওয়্যার ক্রয়, স্থাপন এবং চালু করার কার্যক্রম চলমান রয়েছে;
- প্রকল্পের আওতায় স্থানীয় প্রশিক্ষণ আয়োজন করা হয়েছে;
- পরামর্শক নিয়োগ প্রদান করা হয়েছে।

২০। সিসিএ ডিজিটাল ফরেনসিক ল্যাবে গৃহিত কার্যক্রম

ডিজিটাল ফরেনসিক ল্যাবে কম্পিউটার, মোবাইল ফোন, স্টোরেজ ডিভাইস এবং ওয়েব ফরেনসিক সংক্রান্ত টুলস রয়েছে। এসব টুলস এর মধ্যে কম্পিউটার বা স্টোরেজ ডিভাইস ফরেনসিকের জন্য EnCase এবং FTK (Forensic Toolkit), মোবাইল ফোন ফরেনসিকের জন্য Cellebrite ও Oxygen এবং ওয়েব ফরেনসিকের জন্য Net Analysis ও Magnet AXIOM অন্যতম।

এছাড়াও এই ল্যাবের ফরেনসিক কার্যক্রমে Paraben Corporation এর e-mail examiner, Passware এর Password Cracking Tool, Blackbag Technology এর Mac/iOSsystem (Black Light), SubRosaSoft এর Mac File System নামক অত্যাধুনিক সফটওয়ার ব্যবহৃত হচ্ছে। এই ফরেনসিক ল্যাবে নির্ভুল/তুলনামূলক ফলাফল প্রাপ্তির লক্ষ্যে দুটি ব্র্যান্ডের একই কাজের ফরেনসিক সফটওয়ার ব্যবহার করা হচ্ছে।

প্রতিষ্ঠার পর থেকেই সিসিএ ডিজিটাল ফরেনসিক ল্যাবের মাধ্যমে ফরেনসিক কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। এই ফরেনসিক ল্যাবে সাইবার ট্রাইব্যুনাল হতে আগত মামলাসমূহের তদন্ত কার্যক্রমের ফরেনসিক প্রতিবেদন প্রস্তুত করে নিয়মিতভাবে তা সাইবার ট্রাইব্যুনালে প্রেরণ করা হচ্ছে। এ পর্যন্ত সাইবার ট্রাইব্যুনাল হতে আগত মামলাসমূহের বিভিন্ন ডিভাইসের ফরেনসিক পরীক্ষা সম্পন্ন করে ফরেনসিক প্রতিবেদন সাইবার ট্রাইব্যুনাল বরাবর প্রেরণ করা হচ্ছে। এছাড়া একটি মামলার তদন্ত কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

২১। জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়নে ২০১৯-২০২০ সালের কর্মপরিকল্পনা ও অর্জন

কার্যক্রমের নাম	২০১৯-২০২০ অর্থবছরের লক্ষ্যমাত্রা	অর্জন
১.১ নৈতিকতা কমিটির সভা	৪	৪
১.২ নৈতিকতা কমিটির সভার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন	১০০%	১০০%
২.১ সুশাসন প্রতিষ্ঠার নিমিত্ত অংশীজনের (stakeholders) অংশগ্রহণে সভা	২	২টি
২.২ অংশীজনের অংশগ্রহণে সভার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন	১০০%	১০০%
২.৩ কর্মকর্তা-কর্মচারীদের অংশগ্রহণে চাকরি সংক্রান্ত বিভিন্ন প্রশিক্ষণ আয়োজন	৩০	৩০
২.৪ কর্মকর্তা-কর্মচারীদের অংশগ্রহণে সুশাসন সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ আয়োজন	৩০	৩০
৩.১ তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি (ইলেক্ট্রনিক স্বাক্ষর সার্টিফিকেট, সার্টিফিকেট প্রদানকারী কর্তৃপক্ষ ও অন্যান্য অপরাধ সংক্রান্ত) তদন্ত বিধিমালা, ২০১৯ খসড়া	৩১.১২.২০১৯	০৩.১০.১৯
৩.২ সিসিএ কার্যালয়ের ডিজিটাল ফরেনসিক ল্যাব পরিচালনা ম্যানুয়েল-২০১৯ এর খসড়া প্রণয়ন	৩১.১২.২০১৯	৩০.১২.১৯
৪.১ সেবা সংক্রান্ত টোল ফ্রি নম্বরসমূহ তথ্য বাতায়নে দৃশ্রমান করণ	৩০.০৬.২০২০	৩০.৬.২০
৪.২ স্ব স্ব ওয়েব সাইটে শুদ্ধাচার সেবাবক্স হালনাগাদ করণ	৩০.০৬.২০২০	৩০.৬.২০
৪.৩ স্ব প্রণোদিত তথ্য প্রকাশ নির্দেশিকা হালনাগাদ করে ওয়েবসাইটে প্রকাশ	৩০.০৬.২০২০	৩০.৬.২০
৪.৪ স্ব স্ব ওয়েবসাইটে তথ্য অধিকার সেবাবক্স হালনাগদ করণ	৩০.০৬.২০২০	৩০.৬.২০

৪.৫ স্ব স্ব ওয়েবসাইটের অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা (**GRS**) সেবাবক্স হালনাগাদ করণ	৩০.০৬.২০২০	৩০.৬.২০
৫.১ উত্তম চর্চার তালিকা প্রণয়ন করে স্ব স্ব মন্ত্রণালয়/ বিভাগে প্রেরণ	৩০.০৯.২০১৯	২৯.৯.১৯
৫.২ বাংলাদেশ জাতীয় ডিজিটাল আর্কিটেকচার-এর ফোকাল পয়েন্ট ও বিকল্প ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তা নিয়োগ ও ওয়েবসাইটে প্রকাশ	৩০.০৯.২০১৯	৩০.৯.১৯
৫.৩ জনস্বার্থ সংশ্লিষ্ট তথ্য প্রকাশ (সুরক্ষা প্রদান) বিধিমালা, ২০১৭-এর বিধি ৪ অনুসারে “ডেজিগনেটেড অফিসার” নিয়োগ ও ওয়েবসাইটে প্রকাশ	৩০.০৯.২০১৯	২৯.৯.১৯
৬.১ প্রকল্পের বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা অনুমোদন	৩১.০৭.২০১৯	১০.০৭.১৯
৬.২ এডিপি বাস্তবায়ন অগ্রগতি	১০০%	৬৫%
৬.৩ প্রকল্পের বাস্তবায়ন অগ্রগতি পরিদর্শন/ পরিবীক্ষণ	৬	৫
৬.৪ প্রকল্প পরিদর্শন / পরিবীক্ষণ প্রতিবেদনের সুপারিশ বাস্তবায়ণ	১০০%	১০০%
৭.১ পিপিএ ২০০৬-এর ধারা ১১(২) ও পিপিআর ২০০৮-এর বিধি ১৬(৬) অনুযায়ী ২০১৯-২০ অর্থ বছরের ক্রয়-পরিকল্পনা ওয়েবসাইটে প্রকাশ	৩০.০৯.২০১৯	২৯.৯.১৯
৭.২ ই- টেন্ডারের মাধ্যমে ক্রয় কার্য সম্পাদন	৮০%	৮০%
৮.১ স্ব স্ব সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি (সিটিজেনস চার্টার) প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন	৩০.০৬.২০২০	৩০.০৬.২০২০
৮.২ শাখা/ অধিশাখা এবং অধীনস্থ অফিস পরিদর্শন	৬	৬
৮.৩ শাখা/ অধিশাখা এবং অধীনস্থ অফিসের পরিদর্শন প্রতিবেদনের সুপারিশ বাস্তবায়ন	৮০%	৮০%
৮.৪ সচিবালয় নির্দেশমালা ২০১৪ অনুযায়ী নথির শ্রেণি বিন্যাসকরণ	১০০%	১০০%
৮.৫ শ্রেণি বিন্যাসকৃত নথি বিনষ্টকরণ	১০০%	১০০%
৮.৬ প্রাতিষ্ঠানিক গণশুনানী আয়োজন	২	২
৯.১ ডিজিটাল স্বাক্ষরকে জনপ্রিয় করার লক্ষ্যে ইলেক্ট্রনিক ও টিভি মিডিয়ায় প্রচার	৩০.০৬.২০২০	৩০.০৬.২০২০
১০.১ শুদ্ধাচার পুরস্কার প্রদান	৩০.০৬.২০২০	২৭.৬.২০
১০.২ ২০১৮-১৯ অর্থবছরে শুদ্ধাচার পুরস্কার প্রাপ্তদের তালিকা ওয়েবসাইটে প্রকাশ	০৭.০৭.২০১৯	০৭.০৭.২০১৯
১১.১ শুদ্ধাচার কর্ম-পরিকল্পনায় অর্ন্তভুক্ত বিভিন্ন কার্যক্রম বাস্তবায়নের জন্য বরাদ্দকৃত অর্থের আনুমানিক পরিমাণ	২	২

২২। জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়নে ২০১৯-২০২০ সালের কর্ম পরিকল্পনা ও অর্জন

কার্যক্রমের নাম	২০১৯-২০২০অর্থবছরের লক্ষ্যমাত্রা	অর্জন
১.১ নৈতিকতা কমিটির সভা	৪	৪
১.২ নৈতিকতা কমিটির সভার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন	১০০%	১০০%
২.১ সুশাসন প্রতিষ্ঠার নিমিত্ত অংশীজনের (stakeholders) অংশগ্রহণে সভা	২	২টি
২.২ অংশীজনের অংশগ্রহণে সভার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন	১০০%	১০০%
২.৩ কর্মকর্তা-কর্মচারীদের অংশগ্রহণে চাকরি সংক্রান্ত বিভিন্ন প্রশিক্ষণ আয়োজন	৩০	৩০
২.৪ কর্মকর্তা-কর্মচারীদের অংশগ্রহণে সুশাসন সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ আয়োজন	৩০	৩০
৩.১ তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি (ইলেক্ট্রনিক স্বক্ষর সার্টিফিকেট, সার্টিফিকেট প্রদানকারী কর্তৃপক্ষ ও অন্যান্য অপরাধ সংক্রান্ত) তদন্ত বিধিমালা, ২০১৯ খসড়া	৩১.১২.২০১৯	০৩.১০.১৯
৩.২ সিসিএ কার্যালয়ের ডিজিটাল ফরেনসিক ল্যাব পরিচালনা ম্যানুয়েল-২০১৯ এর খসড়া প্রণয়ন	৩১.১২.২০১৯	৩০.১২.১৯
৪.১ সেবা সংক্রান্ত টোল ফ্রি নম্বর সমূহ স্ব স্ব তথ্য বাতায়নে দৃশ্যমান করণ	৩০.০৬.২০২০	৩০.৬.২০
৪.২ স্ব স্ব ওয়েবসাইটে শুদ্ধাচার সেবাবক্স হালনাগাদ করণ	৩০.০৬.২০২০	৩০.৬.২০
৪.৩ স্বপ্রণোদিত তথ্য প্রকাশ নির্দেশিকা হালনাগাদ করে ওয়েবসাইটে প্রকাশ	৩০.০৬.২০২০	৩০.৬.২০
৪.৪ স্ব স্ব ওয়েবসাইটে তথ্য অধিকার সেবাবক্স হালনাগাদ করণ	৩০.০৬.২০২০	৩০.৬.২০
৪.৫ স্ব স্ব ওয়েবসাইটের অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা (GRS) সেবাবক্স হালনাগাদ করণ	৩০.০৬.২০২০	৩০.৬.২০
৫.১ উত্তম চর্চার তালিকা প্রণয়ন করে স্ব স্ব মন্ত্রণালয়/বিভাগে প্রেরণ	৩০.০৯.২০১৯	২৯.৯.১৯
৫.২ বাংলাদেশ জাতীয় ডিজিটাল আর্কিটেকচার-এর ফোকাল পয়েন্ট ও বিকল্প ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তা নিয়োগ ও ওয়েবসাইটে প্রকাশ	৩০.০৯.২০১৯	৩০.৯.১৯
৫.৩ জনস্বার্থ সংশ্লিষ্ট তথ্য প্রকাশ (সুরক্ষা প্রদান) বিধিমালা, ২০১৭-এর বিধি ৪ অনুসারে "ডেজিগনেটেড অফিসার" নিয়োগ ও ওয়েবসাইটে প্রকাশ	৩০.০৯.২০১৯	২৯.৯.১৯
৬.১ প্রকল্পের বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা অনুমোদন	৩১.০৭.২০১৯	১০.০৭.১৯
৬.২ এডিপি বাস্তবায়ন অগ্রগতি	১০০%	৬৫%
৬.৩ প্রকল্পের বাস্তবায়ন অগ্রগতি পরিদর্শন/ পরিবীক্ষণ	৬	৫
৬.৪ প্রকল্প পরিদর্শন/পরিবীক্ষণ প্রতিবেদনের সুপারিশ বাস্তবায়ন	১০০%	১০০%
৭.১ পিপিএ ২০০৬-এর ধারা ১১(২) ও পিপিআর ২০০৮-এর বিধি ১৬(৬) অনুযায়ী ২০১৯-২০ অর্থ বছরের ক্রয়-পরিকল্পনা ওয়েব সাইটে প্রকাশ	৩০.০৯.২০১৯	২৯.৯.১৯
৭.২ ই-টেন্ডারের মাধ্যমে ক্রয় কার্য সম্পাদন	৮০%	৮০%
৮.১ স্ব স্ব সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি (সিটিজেনচার্টার) প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন	৩০.০৬.২০২০	৩০.০৬.২০২০
৮.২ শাখা/ অধিশাখা এবং অধীনস্থ অফিস পরিদর্শন	৬	৬
৮.৩ শাখা/ অধিশাখা এবং অধীনস্থ অফিসের পরিদর্শন প্রতিবেদনের সুপারিশ বাস্তবায়ন	৮০%	৮০%
৮.৪ সচিবালয় নির্দেশমালা ২০১৪ অনুযায়ী নথির শ্রেণিবিন্যাস	১০০%	১০০%

করণ		
৮.৫ শ্রেণিবিন্যাসকৃত নথি বিনষ্টকরণ	১০০%	১০০%
৮.৬ প্রাতিষ্ঠানিক গণশুনানী আয়োজন	২	২
৯.১ ডিজিটাল স্বাক্ষরকে জনপ্রিয় করার লক্ষ্যে ইলেক্ট্রনিক ও প্রিন্ট মিডিয়ায় প্রচার	৩০.০৬.২০২০	৩০.০৬.২০২০
১০.১ শুদ্ধাচার পুরস্কার প্রদান	৩০.০৬.২০২০	২৭.৬.২০
১০.২ ২০১৮-১৯ অর্থবছরে শুদ্ধাচার পুরস্কার প্রাপ্তদের তালিকা ওয়েবসাইটে প্রকাশ	০৭.০৭.২০১৯	০৭.০৭.২০১৯
১১.১ শুদ্ধাচার কর্ম-পরিকল্পনায় অর্ন্তভুক্ত বিভিন্ন কার্যক্রম বাস্তবায়নের জন্য বরাদ্দকৃত অর্থের আনুমানিক পরিমাণ	২	২

২৩। সিসিএ কার্যালয়ের উত্তম চর্চাসমূহ

২৩.১ অনলাইনে ছুটি ব্যবস্থাপনা সিস্টেম চালুকরণ

সমস্যা

অপরাপর অন্যান্য সরকারি দপ্তরের মতো সিসিএ কার্যালয়ের সকল কর্মকর্তা-কর্মচারী কাগজে ছুটির আবেদন করে। আবেদন মঞ্জুর করার জন্য আবেদনকারী সিনিয়র কর্মকর্তার ডেস্কে গিয়ে সুপারিশ গ্রহণ করে অনুমোদনকারীর নিকট পেশ করে এবংআবেদন মঞ্জুর বা বাতিল হয়। ছুটিকালীন দায়িত্ব ম্যানুয়াল পদ্ধতিতে খুঁজে বের করতে হয়। ছুটির হিসাব সংগ্রহ করতে হয়রানির শিকার হতে হয় এবং সময় লাগে অনেক বেশি।

সমাধান

ক. ছুটি ব্যবস্থাপনা সফটওয়্যার চালু করা হয়েছে।
খ. ওয়েব ব্রাউজার ব্যবহার করে আবেদনকারী ছুটির আবেদন করে এবং অনুমোদনকারী আবেদন মঞ্জুর বা বাতিল করে।
গ. কে কখন ছুটিতে আছে তা অনলাইন ড্যাশ বোর্ডে দেখা যায়।
ঘ. ছুটিকালীন দায়িত্ব দেখা যায়।
ঙ. অটোমেটিক ছুটি গণনা ও সমন্বয় করা যায়।
চ. সহজেই ছুটির হিসাব দেখা যায় ও প্রিন্ট কপি বের করা যায়।

ফলাফল

দেশের যেকোন প্রান্ত হতে সিসিএ কার্যালয়ের সকল কর্মকর্তা-কর্মচারী অনলাইনে ছুটির আবেদন এবং মঞ্জুর করতে পারে। একই সাথে ছুটির হিসাব গণনা ও সংরক্ষণ করা হয়।

অগ্রগতি: সিসিএ কার্যালয়ে ছুটি ব্যবস্থাপনা সফটওয়্যার ব্যবহার করে কাগজবিহীন, অনলাইনে সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারী ছুটির আবেদন করছে। উক্ত ফটওয়্যারটি (lms.cca.gov.bd/LMS) লিংকে পাওয়া যাবে।

২৩.২ ই-সাক্ষ্য চালুকরণ

সমস্যা

সিসিএ কার্যালয় তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইন, ২০০৬ (সংশোধিত-২০১৩) এর ধারা ২৯, ৭৬ ও ৮০ মোতাবেক সাইবার অপরাধ মামলাসমূহের তদন্ত করে। সাইবার ট্রাইব্যুনাল কর্তৃক প্রেরিত রায়সমূহ পর্যালোচনা করে দেখা যায় উপযুক্ত তথ্য প্রমাণের অভাবে অনেক আসামী খালাস পেয়ে যায়। তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইন ২০০৬ এর আওতায় অভিযোগকারী ওয়েবসাইট, সোশ্যাল মিডিয়া, ই-মেইলসহ বিভিন্ন অনলাইন মাধ্যমে ভূয়া/মিথ্যা তথ্য প্রচারের বিষয়ে সাইবার অপরাধ সংক্রান্ত অভিযোগ দায়ের করে। পরবর্তীতে বেশিরভাগ সময়ে অভিযোগ যাচাই এর সময় দেখা যায় অনলাইনে উক্ত প্রমাণাদি নেই। অভিযুক্ত ব্যক্তি অনলাইনে উক্ত প্রমাণাদি মুছে দেয়। ফলে উক্ত অভিযোগ সুষ্ঠুভাবে তদন্ত করা সম্ভব হয়না।

সমাধান

ক. ই-সাক্ষ্য সফটওয়্যার চালু করা হয়েছে।
খ. অ্যাপস এবং ওয়েব ব্রাউজার ব্যবহার করে অভিযোগকারী সাইবার অপরাধ সংক্রান্ত তথ্য প্রমাণাদি (টেক্সট, ছবি, অডিও, ভিডিও) তাৎক্ষণিকভাবে ধারণ করে এবং একইসাথে প্রেরণ ও সংরক্ষণ করে।
গ. উক্ত তথ্য প্রমাণাদি ডিজিটাল স্বাক্ষর সার্টিফিকেট দ্বারা স্বাক্ষরিত হয়ে সিসিএ কার্যালয়ের সার্ভারে সংরক্ষিত থাকে যা তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইন, ২০০৬এর আওতায় অভিযুক্ত সাইবার অপরাধ মামলাসমূহের তদন্তের স্বার্থে ব্যবহার করা যায়।
ঘ. তদন্ত সংস্থা ও সাইবার ট্রাইব্যুনাল এ পদ্ধতি ব্যবহার করে অভিযোগ সুষ্ঠুভাবে তদন্ত করে বিচারকার্য পরিচালনা করে।

ফলাফল

পৃথিবীর যেকোন প্রান্ত হতে সাইবার অপরাধ সংক্রান্ত সকল অভিযোগ প্রমাণাদিসহ তাৎক্ষণিক অভিযোগ করতে পারে এবং উক্ত মামলাসমূহ তদন্তের স্বার্থে উক্ত প্রমাণাদি ব্যবহার করা হয়। অভিযোগকারীর হয়রানি কমেছে। সুষ্ঠু মামলা তদন্তে সহায়তা দেওয়া হচ্ছে।

অগ্রগতি

ই-সাক্ষ্য সফটওয়্যারটি বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল এর জাতীয় ডাটা সেন্টারে হোস্টিং কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

২৩.৩ সিসিএ অফিসের ইনফো মেইল (info@cca.gov.bd) এবং ফেসবুক পেজ (Controller of Certifying Authorities-CCA) এবং মতামত বক্সের মাধ্যমে সাইবার অপরাধসহ বিভিন্ন বিষয়ের সেবাদান।

সমস্যা

প্রযুক্তি উৎকর্ষতার সাথে মানুষের সামগ্রিক কর্মকান্ডের যেমন গতি বৃদ্ধি হয়েছে একই সাথে সাইবার অপরাধের মানুষের হয়রানি বাড়ছে। নিরাপদ সাইবার জগতে বিচরণ এখন একটি সময়ের অন্যতম চ্যালেঞ্জে পরিণত হয়েছে। কোমলমতি শিক্ষার্থীরা এক্ষেত্রে হয়রানির অন্যতম প্রধান টার্গেট। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের হয়রানি এখন একটি অত্যন্ত পরিচিত শব্দ। প্রযুক্তিগত বিষয়বস্তুর সাথে স্বল্প পরিচিতি বা পরিচিতি না থাকার কারণে তাদের বাবা, মা, আত্নীয় স্বজনসহ অন্যান্য পরিচিতজন তাদের সাহায্যে করতে পারেনা এবং তারা নানামুখী সমস্যায় পড়ে। ফলে একদিকে তারা হয়রানির ঝুঁকিতে থাকে অপরদিকে প্রতিকারের জন্য প্রয়োজনীয় মাধ্যম খুঁজে পায়না। ফলে সাইবার অপরাধীরা অত্যন্ত সুকৌশলে তাদের হয়রানি কার্যক্রম দ্বারা সর্বসাধারণের সাইবার জগতে বিচরণে ব্যাঘাত সৃষ্টি করে চলেছে।

সমাধান

সাইবার হয়রানীর শিকার যে কেউ ইনফো মেইল এবং এই অফিসের ফেসবুক পেজের মাধ্যমে তার হয়রানির বিষয়ে অবহিত করতে পারছেন এবং প্রয়োজনীয় পরামর্শ করণীয় সম্পর্কে জানতে পারছেন। কোন ব্যক্তি বা গোষ্ঠী যদি সাইবার অপরাধের শিকার হয় তাহলে তাৎক্ষণিকভাবে ইনফো মেইলের মাধ্যমে অভিযোগ দায়ের করতে পারছেন তা আমলযোগ্য হলে আমলে নেয়া হচ্ছে। এর ফলে একদিকে সময় ও শ্রমের অপচয় কমছে এবংব্যক্তিগত হাজির না হয়েও অভিযোগ দায়ের করার মাধ্যমে ব্যক্তিগত গোপনীয়তার সুরক্ষা নিশ্চিত করা সম্ভব হচ্ছে।

ফলাফল

ক) হয়রানিসহ অর্থ ও সময়ের অপচয় রোধ এবং স্বল্প সময়ে জনগণের সেবাপ্রাপ্তি নিশ্চিত করা যাচ্ছে।
খ) সাইবার অপরাধের ক্ষেত্রে ব্যক্তিগতভাবে হাজির না হয়েও মামলা আকারে সাইবার ট্রাইব্যুনালে অভিযোগ দায়ের করার সুযোগ হচ্ছে।

অগ্রগতি

সিসিএ অফিসের ইনফো মেইলের মাধ্যমে আবেদনকারীর প্রশ্নের জবাব প্রদান করা হয়। ফেজবুক পেজের মাধ্যমেও প্রশ্নের জবাব প্রদান করা হয়। মতামত বক্সে মতামত ফরম জমা হয় ।

২৩.৪ হ্যাকিং এর শিকার হলে ফেসবুক একাউন্ট উদ্ধার ও নিরাপদে ফেসবুক ব্যবহার সংক্রান্ত নির্দেশিকা

সমস্যা

সিসিএ কার্যালয় তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইন, ২০০৬ (সংশোধিত-২০১৩) এর আওতায় কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে। উক্ত আইন অনুযায়ী নিরাপত্তার সাথে ইন্টারনেট ও সামাজিক যোগাযোগের মাধ্যম ব্যবহারের ক্ষেত্র তৈরী করা ও এ কার্যালয়ের অন্যতম কার্যক্রম। সাম্প্রতিক সময়ে দেখা যায় যে, সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ব্যবহারের ক্ষেত্রে অনেকেই হয়রানীর শিকার হচ্ছেন। এসকল হয়রানি যেমন, হ্যাকিং, প্রতারনামূলক বা ভূয়া ফেসবুক একাউন্ট খোলা, গুজব রটানো, অশ্লীলতা প্রভৃতির মাধ্যমে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে অস্থিরতা সৃষ্টি করছে। অনেক ক্ষেত্রে নানান ধরনের অপরাধ প্রবণতা বৃদ্ধিপাচ্ছে।

সমাধান

ক. এসংক্রান্ত নির্দেশিকা প্রণয়ন করা হয়েছে।
খ. ফেসবুক একাউন্ট হ্যাক হলে কিভাবে তা ফেসবুক কর্তৃপক্ষকে তা জানানো যায় তার উপায়।
গ. হ্যাককৃত ফেসবুক একাউন্ট পুনরুদ্ধার প্রক্রিয়া।
ঘ. ফেসবুক একাউন্ট সুরক্ষিত রাখার প্রক্রিয়া।
ঙ. নিরাপত্তা টিপস।
চ. প্রতারণামূলকভাবে সৃষ্ট ফেসবুক একাউন্ট এর বিরুদ্ধে রিপোর্টিং প্রক্রিয়া।
জ. ভুয়া ফেসবুক একাউন্ট এর বিরুদ্ধে রিপোর্টিং প্রক্রিয়া।

ফলাফল

১। হ্যাকিং এর শিকার হলে তাৎক্ষণিকভাবে উক্ত ফেসবুক একাউন্ট পুনরুদ্ধার করা সম্ভব হচ্ছে।
২। ভুয়া ও প্রতারণামূলকভাবে তৈরী ফেসবুক একাউন্ট এর বিরুদ্ধে রিপোর্ট করে তা বন্ধ করার ব্যবস্থা করা হচ্ছে।
৩। নিরাপত্তা টিপসের মাধ্যমে নিরাপদ ব্যবহারযোগ্য ফেসবুক ব্যবহার হচ্ছে।

প্রমাণকঃ নিরাপদ ফেসবুক ব্যবহার সংক্রান্ত নির্দেশিকা। উক্ত নির্দেশিকাটি সিসিএ কার্যালয়ের ওয়েবসাইট (www.cca.gov.bd) এর গুরুত্বপূর্ণ লিংকে ডিজিটাল নিরাপত্তা বিষয়ক পরামর্শ ট্যাবে পাওয়া যাবে।

২৩.৫ "ডিজিটাল নিরাপত্তায় ও সচেতনতা" শীর্ষক পুস্তিকা প্রণয়ন ও কর্মশালা আয়োজন

সমস্যা

কম্পিউটার এবং কম্পিউটার সংশ্লিষ্ট নেটওয়ার্কের সাথে জড়িত ডিভাইসের মাধ্যমে নানান ধরণের ডিজিটাল অপরাধ সংঘটিত হচ্ছে। আধুনিক টেলিযোগাযোগ নেটওয়ার্ক, যেমন ইন্টারনেট এবং মোবাইল ফোন ব্যবহার করে কোন ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গের বিরুদ্ধে ইচ্ছাকৃতভাবে সম্মানহানী কিংবা সরাসরি বা পরোক্ষভাবে শারীরিক বা মানসিক ক্ষতি সাধন করার মাধ্যমে এ সকল অপরাধ সংঘটিত হচ্ছে। ব্যক্তি বা কম্পিউটার নিজেই উক্ত অপরাধের লক্ষ্যবস্তু হচ্ছে। এ ধরণের অপরাধ ব্যক্তি থেকে শুরু করে জাতীয় নিরাপত্তা ও আর্থিক ব্যবস্থাপনার জন্য হুমকি হয়ে উঠছে। এছাড়াও আইনগতভাবে বা আইন বহির্ভূতভাবে বিশেষ তথ্যসমূহ বাধাপ্রাপ্ত বা প্রকাশিত হওয়ার মাধ্যমে গোপনীয়তা লঙ্ঘিত হয়ে এসব অপরাধ অনেক বড় ক্ষতির কারণ হতে পারে।

সমাধান

ক. "ডিজিটাল নিরাপত্তা ও সচেতনতা" বিষয়ক পুস্তিকা প্রণয়ন করা হয়েছে।
খ. ২০১৬-১৭ অর্থ বছরে ১০,২২৫ জন অষ্টম-দশম শ্রেণীর মেয়েদের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।
গ. ২০১৭-১৮ অর্থ বছরে ৪,৫০০ জন অষ্টম-দশম শ্রেণীর মেয়েদের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।
ঘ. ২০১৮-১৯ অর্থ বছরে ২০,০০০ জন অষ্টম-দশম শ্রেণীর মেয়েদের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।
ঙ.২০১৯-২০২০ অর্থ বছরে ১০,০০০ জন অষ্টম-দশম শ্রেণীর মেয়েদের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

ফলাফল

ক. ইন্টারনেট ব্যবহারের সুফল সম্পর্কে অবগত হয়েছে।
খ. ইন্টারনেট ব্যবহারের নেতিবাচক দিকসমূহ চিহ্নিত করা হয়েছে।
গ. সচেতনতা বৃদ্ধির মাধ্যমে ইন্টারনেটে নির্যাতনের হার হ্রাস করা হচ্ছে।
ঘ. ডিজিটাল স্বাক্ষর সম্পর্কে অবগত করা হয়েছে।

ঙ. অনলাইনে নির্যাতন/হয়রানির শিকার হলে আইনী প্রতিকার সম্পর্কে অবহিত করা হয়েছে।

অগ্রগতি

সারাদেশে এ পর্যন্ত ৮ম-১০ম শ্রেণীর মোট ৪৫,০০০ জন মেয়ে শিক্ষার্থীদের নিয়ে “ডিজিটাল নিরাপত্তায় মেয়েদের সচেতনতা” শীর্ষক সচেতনতামূলক ওয়ার্কশপ আয়োজন করা হয়েছে।

২৪। সিসিএ কার্যালয়ের আগামী ১০ বছরের প্ল্যানিং ও রোডম্যাপ

	আগামী ২ বছরের প্ল্যানিং ও রোডম্যাপ	আগামী ৫ বছরের প্ল্যানিং ও রোডম্যাপ	আগামী ১০ বছরের প্ল্যানিং ও রোডম্যাপ
ডিজিটাল স্বাক্ষর সার্টিফিকেট	১। সরকারি অফিসের অনলাইন সেবায় যেমন, ই- জুডিশিয়ারি, ই-মেইল যোগাযোগ, ই-জিপি, জাতীয় পরিচয়পত্র, e-Tax, e-VAT, বন্দরসমূহের কার্যক্রম, যৌথ মূলধনী কোম্পানি ও ইলেক্ট্রনিক গেজেট ইত্যাদিতে ডিজিটাল স্বাক্ষর সার্টিফিকেট চালু করার উদ্যোগ গ্রহণ। ২। Root CA কে আন্তর্জাতিক মানে উন্নীতকরণ। ৩। NBR, Bangladesh Bank, RJSC কে ডিজিটাল স্বাক্ষর সার্টিফিকেট প্রবর্তনে আস্থায় আনার প্রচেষ্টা গ্রহণ। ৪। মোবাইল PKI প্রবর্তন করা। ৫। ই-সাইন প্রবর্তন করা। ৬। PKI ফোরাম গঠন। ৭। দক্ষ জনবল তৈরীর লক্ষ্যে ৫০০ মাস্টার ট্রেইনার তৈরী।	১। ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসহ সকল অনলাইন সেবা প্রতিষ্ঠানে ডিজিটাল স্বাক্ষর সার্টিফিকেট প্রচলন করানোর ব্যবস্থা গ্রহণ। ২। NBR, Bangladesh Bank, RJSC এর সকল সেবায় বাধ্যতামূলক ডিজিটাল স্বাক্ষর সার্টিফিকেট প্রবর্তনের প্রচেষ্টা গ্রহণ। [চালু করা গেলে বার্ষিক প্রায় ১০০ কোটি টাকা রাজস্ব আহরণ করা সম্ভব]	১। দেশের সকল অনলাইন সেবা ও ওয়েবসাইটে বাধ্যতামূলক ডিজিটাল স্বাক্ষর সার্টিফিকেট প্রবর্তন। [চালু করা গেলে বার্ষিক প্রায় ৫০০০ কোটি টাকা রাজস্ব আহরণ করা সম্ভব]
সাইবার নিরাপত্তা ও সমন্বয়	১। CCA CERT চালু করা। ২। ৬০০ দক্ষ জনবল প্রস্তুতের লক্ষ্যে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা। ৩। দেশী ও বিদেশী এ সংক্রান্ত প্রতিষ্ঠানসমূহের সাথে সম্পর্ক স্থাপনে উদ্যোগ গ্রহণ। ৪। পলিসি নির্ধারণ, প্রয়োজনীয় আইন ও বিধিমালা প্রনয়ণ ও হালনাগাদ করন । ৫। তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইন ২০০৬ কে পরিপূর্ণরূপে বাস্তবায়নের উদ্যোগ গ্রহণ। ৬। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ইউরোপিয় ইউনিয়নসহ অন্যান্য দেশের সাথে পারস্পরিক আইনগত সহায়তা চুক্তি করার উদ্যোগ গ্রহণ।	১। সাইবার নিরাপত্তা সম্পর্কে ব্যাপকভাবে সচেতন করা। ২। দেশী, বিদেশী ও আন্তর্জাতিক সংস্থা সমূহের সাথে দৃঢ় সম্পর্ক স্থাপন, অভিজ্ঞতা বিনিময় ও এক সাথে কাজ করার উপযোগী পরিবেশ সৃষ্টি করা। ৩। সাইবার ঝুঁকি নিরসনে গবেষণা ও অবকাঠামোগত উন্নয়ন করা। ৫। দক্ষ জনবল প্রস্তুতের লক্ষ্যে দীর্ঘমেয়াদী প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা।	১। সাইবার ঝুঁকি নিরসনে বিশ্বমানের দক্ষ জনবল ও গবেষণা কেন্দ্র স্থাপন।
সাইবার অপরাধের তদন্ত ও ফরেন্সিক ল্যাব।	১। ফরেনসিক ল্যাব প্রতিষ্ঠা। ২। সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে দক্ষ জনবল প্রস্তুত করা। ৩। Digital Evidence Management & Reporting system (DEMRS) সেবা চালুকরণ। ৪। তথ্য প্রযুক্তি (তদন্ত) বিধিমালা **২০২০** প্রণয়ন। ৫। বৈদেশিক ডিজিটাল স্বাক্ষর সার্টিফিকেট এর ব্যবহার সংক্রান্ত বিধিমালা প্রণয়ন। ৬। সাইবার আপীল ট্রাইব্যুনাল বিধিমালা প্রণয়ন। ৭। সাইবার ট্রাইব্যুনালের সক্ষমতা বৃদ্ধি। ৮। সাইবার আপীল ট্রাইব্যুনাল স্থাপনের উদ্যোগ গ্রহণ।	১। ফরেনসিক ল্যাব এর আধুনিকায়ন। ২। Cyber Crime Investigation এর জন্য বিশ্বমানের জনবল প্রস্তুত করা। ৩। সকল বিভাগীয় শহরে সাইবার ট্রাইব্যুনাল প্রতিষ্ঠা।	১। আন্তর্জাতিক মানের Cyber Crime Investigation Team তৈরী। ২। সকল জেলায় সাইবার ট্রাইব্যুনাল প্রতিষ্ঠা। ৩। Cyber Crime Investigation এর জন্য গবেষণা সেল প্রতিষ্ঠা।

২৫। বাজেট বরাদ্দ ও ব্যয় সংক্রান্ত তথ্য (উন্নয়ন ও অনুন্নয়ন)

(হাজার টাকায়)

মন্ত্রণালয়/ বিভাগ/ দপ্তরের নাম		বাজেট বরাদ্দ	ব্যয়	ব্যয়ের হার
অনুন্নয়ন	ইলেক্ট্রনিক স্বাক্ষর সার্টিফিকেট প্রদানকারী কর্তৃপক্ষের নিয়ন্ত্রক (সিসিএ)-এর কার্যালয়	৪০৭৬৪.০০	৩৬৬১৫.০০	৮৯.৮২%

২৬। কর্মসূচি সংক্রান্ত তথ্য:

পরিকল্পনা কমিশন এর আর্থ-সামাজিক অবকাঠামো বিভাগের ২৩ মে, ২০১৯ তারিখের ২০.০২.০০০০.০২৩.১৪.০১৭.২০১৮১১৩ নং পত্রের মাধ্যমে সিসিএ কার্যালয়ে "সিএ মনিটরিং সিস্টেম স্থাপন এবং নিরাপত্তা বিধান" শীর্ষক বিনিয়োগ প্রকল্প অনুমোদিত হয়েছে। প্রকল্পটির মেয়াদকাল ১লা জুলাই ২০১৯ হতে ৩১ ডিসেম্বর ২০২০।

উদ্দেশ্যঃ

- সার্টিফায়িং অথরিটিসমূহকে সম্পৃক্ত করে সাইবার ইনসিডেন্ট সংক্রান্ত তদারকি ব্যবস্থা গড়ে তোলা।
- উচ্চ দক্ষতাসম্পন্ন সাইবার টেকনিক্যাল টিমের সক্ষমতা তৈরিকরণ।
- সম্ভাব্য সাইবার আক্রমণ থামানো এবং ঝুঁকি প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণ করা।
- সার্টিফায়িং অথরিটির আওতাধীন সিস্টেমসমূহ ও জনগণ কে সম্ভাব্য সাইবার আক্রমণ বিষয়ে সচেতন করা।

কার্যক্রমঃ

- প্রকল্প কার্যালয়ে জনবল নিয়োগ, আসবাবপত্র ক্রয় এবং যানবাহন ক্রয় করা;
- হার্ডওয়্যার ও সফটওয়্যার ক্রয়, স্থাপন এবং চালু করা;
- পরামর্শক নিয়োগ দেওয়া;
- জাতীয় পর্যায়ে সেমিনার আয়োজন করা;
- স্থানীয় ও বৈদেশিক প্রশিক্ষণের আয়োজন করা;

অর্জনঃ

- ইতোমধ্যে প্রকল্পের কার্যক্রম শুরু করা হয়েছে। প্রেষণে প্রকল্প পরিচালক নিয়োগ প্রদান করা হয়েছে।
- মোবাইল পিকেআই সিস্টেম বাস্তবায়ন প্রকল্প;
- ই-স্ট্যাম্পিং বাস্তবায়ন প্রকল্প;
- বাংলাদেশের নিজস্ব নিরাপদ সার্চ ইঞ্জিন ও ব্রাউজার উন্নয়ন প্রকল্প;
- ডিজিটাল স্বাক্ষর সার্টিফিকেট সমূহের জন্য কেন্দ্রীয় সংরক্ষণাধার নির্মাণ প্রকল্প;
- ই-সেবাসমূহে ডিজিটাল স্বাক্ষর ব্যবস্থা সংযুক্তকরণ প্রকল্প;
- সিসিএ-এর প্রধান কার্যালয় ভবন ও আবাসিক ভবন নির্মাণ প্রকল্প;
- সিসিএ-এর বিভাগীয় কার্যালয় ভবন ও আবাসিক ভবন নির্মাণ প্রকল্প;
- রুট সিএ সিস্টেমের মানোন্নয়ন প্রকল্প (পর্যায়-২);
- সিসিএ-এর নিজস্ব আধুনিক ডিজিটাল ফরেনসিক ল্যাব স্থাপন প্রকল্প; এবং
- সকল ই-সার্ভিসে সিটিজেন ডাটাবেজের প্রক্রিয়া সহজকরণ প্রকল্প।

২৭। সিএ মনিটরিং সিস্টেম স্থাপন এবং নিরাপত্তা বিধান

(ক) প্রকল্প পরিচিতি

<table>
<tr><td>নাম:</td><td>“সিএ মনিটরিং সিস্টেম স্থাপন এবং নিরাপত্তা বিধান” (Establishment of CA Monitoring System and Security in the Office of the Controller of Certifying Authorities)</td></tr>
<tr><td>মেয়াদ</td><td>জুলাই ২০১৯ – ডিসেম্বর ২০২০</td></tr>
<tr><td>প্রাক্কলিত ব্যয়</td><td>
<table>
<tr><th>অর্থের উৎস</th><th>পরিমান</th></tr>
<tr><td>জিওবি</td><td>৪৫৭৩.৮৬(লক্ষ টাকায়)</td></tr>
<tr><td>বৈদেশিক সাহায্য (বিশ্ব ব্যাংক ঋণ)</td><td>-</td></tr>
<tr><td>মোট</td><td>৪৫৭৩.৮৬(লক্ষ টাকায়)</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

(খ) লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

- সার্টিফায়িং অথরিটিসমূহকে সম্পৃক্ত করে সাইবার ইনসিডেন্ট সংক্রান্ত তদারকি ব্যবস্থা গড়ে তোলা।
- উচ্চ দক্ষতা সম্পন্ন সাইবার টেকনিক্যাল টিমের সক্ষমতা তৈরি করণ।
- সম্ভাব্য সাইবার আক্রমণ থামানো এবং ঝুঁকি প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণ করা।
- সার্টিফায়িং অথরিটির আওতাধীন সিস্টেমসমূহ ও জনগনকে সম্ভাব্য সাইবার আক্রমণ বিষয়ে সচেতন করা।

(গ) উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম

- প্রকল্প কার্যালয়ে জনবল নিয়োগ, আসবাবপত্র ক্রয় এবং যানবাহন ক্রয় করা;
- হার্ডওয়্যার ও সফটওয়্যার ক্রয়, স্থাপন এবং সিস্টেম চালু করা;
- পরামর্শক নিয়োগ দেওয়া;
- জাতীয় পর্যায়ে সেমিনার আয়োজন করা;
- স্থানীয় ও বৈদেশিক প্রশিক্ষণের আয়োজন করা;

(ঘ) বাস্তবায়ন অগ্রগতি

- আউটসোর্সিং পদ্ধতেতে জনবল নিয়োগ করা হয়েছে। অন্যান্য পদের নিয়োগ কার্যক্রম চলমান রয়েছে।
- প্রকল্পের যানবাহন ক্রয় করা হয়েছে;
- হার্ডওয়্যার ও সফটওয়্যার ক্রয়, স্থাপন এবং চালু করার কার্যক্রম চলমান রয়েছে;
- প্রকল্পের আওতায় স্থানীয় প্রশিক্ষণ আয়োজন করা হয়েছে।
- পরামর্শক নিয়োগ প্রদান করা হয়েছে।

২৮। সিটিজেনস চার্টার

২৮.১ ভিশন ও মিশন

ভিশনঃ নিরাপদ তথ্য প্রযুক্তির বিকাশ।

মিশনঃ ডিজিটাল স্বাক্ষর সার্টিফিকেট প্রবর্তনের মাধ্যমে নিরাপদ তথ্য আদান-প্রদান নিশ্চিতকরণ এবং সাইবার অপরাধ দূরীকরণে জাতীয় ও আঞ্চলিক যৌথ উদ্যোগ প্রতিষ্ঠা।

২৮.২ সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি

২৮.২.১) নাগরিক সেবা

ক্র: নং	সেবার নাম	সেবা প্রদান পদ্ধতি	প্রয়োজনীয় কাগজপত্র এবং প্রাপ্তিস্থান	সেবার মূল্য এবং পরিশোধ পদ্ধতি	সেবা প্রদানের সময়সীমা	দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)
১	সাইবার মামলার তদন্ত	তদন্ত রির্পোট প্রদান	সাইবার ট্রাইব্যুনাল	কোর্ট ফি	ট্রাইব্যুনাল কর্তৃক নির্ধারিত	১। উপ-নিয়ন্ত্রক (সাইবার অপরাধ ও নিরাপত্তা) ফোনঃ +৮৮-০২-৫৫০০৬৪৬৪
২	ডিজিটাল ফরেনসিক রিপোর্ট	ল্যাব রিপোর্ট	www.cca.gov.bd	বিনামূল্যে	সাইবার ট্রাইব্যুনাল কর্তৃক নির্ধারিত	১। সহকারী নিয়ন্ত্রক (ইমার্জেন্সী রেসপন্স)
৩	সাইবার হয়রানির ক্ষেত্রে পরামর্শ প্রদান	ই-মেইল, টেলিফোন অথবা স-শরীরে	সিসিএ কার্যালয় ও www.cca.gov.bd	বিনামূল্যে	৩ কার্যদিবস	১। আইন কর্মকর্তা (আইন) ফোনঃ +৮৮-০২-৫৫০০৬৮২৯
৪	কম্পিউটার ইনসিডেন্স রেসপন্স টিম এর মাধ্যমে CA প্রতিষ্ঠানসমূহে ও ডিজিটাল স্বাক্ষর ব্যবহারের ক্ষেত্রে	পরিদর্শন/পর্যবেক্ষণ ও জব্দকরণ	সিসিএ কার্যালয়	বিনামূল্যে	১৪ (চৌদ্দ) কর্ম দিবস	১। সহকারী নিয়ন্ত্রক (সাইবার নিরাপত্তা ও সমন্বয়)

	সংঘটিত সাইবার অপরাধের উৎস চিহ্নিতকরণ এবং তথ্য উদঘাটন					
৫	সিসিএ কার্যালয়ের সকল তথ্য নিয়মিত ওয়েবসাইটে হালনাগাদকরণ	ওয়েবসাইট	সিসিএ কার্যালয়ের ওয়েবসাইট	বিনামূল্যে	৩ (তিন) কর্ম দিবস	১। সহকারী নিয়ন্ত্রক (ডাটাবেজ ও ওয়েব এ্যাডমিনিস্ট্রেশন

২৮.২.২) অভিযোগ ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি (GRS)

সেবা প্রাপ্তিতে অসন্তুষ্ট হলে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার সঙ্গে যোগাযোগ করুন। তিনি সমাধান দিতে ব্যর্থ হলে নিম্নোক্ত পদ্ধতিতে যোগাযোগ করে আপনার সমস্যা অবহিত করুন।

ক্র. নং	কখন যোগাযোগ করবেন	কার সঙ্গে যোগাযোগ করবেন	যোগাযোগের ঠিকানা	নিষ্পত্তির সময়সীমা
১.	দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা সমাধান দিতে ব্যর্থ হলে	অভিযোগ নিষ্পত্তি কর্মকর্তা (অনিক)	অভিযোগ নিষ্পত্তি (GRS) ফোকাল পয়েন্ট: (অনিক) পদবীঃ উপ-নিয়ন্ত্রক (আইসিটি) ফোনঃ +৮৮-০২-৮১৮১৭১০ ই-মেইল: rassae_28@yahoo.com ওয়েবঃ www.cca.gov.bd	৩০ কার্যদিবস
২.	অভিযোগ নিষ্পত্তি কর্মকর্তা নির্দিষ্ট সময়ে সমাধান দিতে ব্যর্থ হলে	আপিল কর্মকর্তা	আপীল কর্মকর্তা: পদবীঃ নিয়ন্ত্রক, সিসিএ কার্যালয় ফোনঃ +৮৮-০২-৫৫০০৬৮১৯ ই-মেইল: abu.sayeed@cca.gov.bd ওয়েবঃ www.cca.gov.bd	২০ কার্যদিবস
৩.	আপিল কর্মকর্তা নির্দিষ্ট সময়ে সমাধান দিতে ব্যর্থ হলে	মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের অভিযোগ ব্যবস্থাপনা সেল	মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ	৬০ কার্যদিবস

২৮.২.৩) প্রাতিষ্ঠানিক সেবা

ক্র: নং	সেবার নাম	সেবা প্রদান পদ্ধতি	প্রয়োজনীয় কাগজপত্র এবং প্রাপ্তিস্থান	সেবার মূল্য এবং পরিশোধ পদ্ধতি	সেবা প্রদানের সময়সীমা	দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (নাম, পদবী, ফোন নম্বর ও ই-মেইল)
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)
১.	সিএ লাইসেন্স প্রদান	পত্র মাধ্যমে লাইসেন্স প্রদান এবং সিডি/ডিভাইসের মাধ্যমে ডিজিটাল সার্টিফিকেট প্রদান	সিসিএ কার্যালয়	সিএ বিধিমালা-২০১০ এবং সরকারী পরিপত্র অনুযায়ী নির্ধারিত মূল্য	০৬ (ছয়) সপ্তাহ	১। উপ-নিয়ন্ত্রক (অর্থ, প্রশাসন ও আইন) ফোনঃ +৮৮-০২-৮১৮১৭০৯
২.	সিএ লাইসেন্স বাতিল/স্থগিত বিষয়ক কার্যক্রম	পত্র মাধ্যম	সিসিএ কার্যালয়	বিনামূল্যে	৬০ (ষাট) দিন	১। উপ-নিয়ন্ত্রক (আইসিটি) ফোনঃ +৮৮-০২-৮১৮১৭১০
৩.	সিএ অডিটর নিয়োগ ও সিএ অডিট কার্যক্রম	নিয়োগ পত্র প্রদান	সিসিএ কার্যালয়	টেন্ডারের মাধ্যমে মূল্য নির্ধারণ এবং সার্টিফাইং অথোরিটি (সিএ) কর্তৃক প্রকৃত অডিট কাজের উপর ভিত্তি করে মূল্য পরিশোধ	৬০ (ষাট) কর্মদিবস	১। সহকারী প্রকৌশলী (আইটি সিকিউরিটি) ফোনঃ +৮৮-০২-৫৫০০৬৮৩১
৪.	সিএ সংক্রান্ত অন্যান্য প্রযুক্তিগত কার্যক্রম	ডিজিটাল স্বাক্ষর ইন্টার অপারেবিলিটি নির্দেশিকা, ২০১৩ এবং বাংলাদেশ রুট সিএ সার্টিফিকেশন অনুশীলন বিবৃতি, ২০১৩ অনুযায়ী	সিসিএ কার্যালয়	সিএ লাইসেন্স প্রদানের শুরুতে এককালীন মূল্য পরিশোধ	১৪ (চৌদ্দ)কর্মদিবস	১। সহকারী প্রকৌশলী (আইটি সিকিউরিটি) ফোনঃ +৮৮-০২-৫৫০০৬৮৩১

২৮.২.৪) অভ্যন্তরীণ সেবা

ক্র: নং	সেবার নাম	সেবা প্রদান পদ্ধতি	প্রয়োজনীয় কাগজপত্র এবং প্রাপ্তিস্থান	সেবার মূল্য এবং পরিশোধ পদ্ধতি	সেবা প্রদানের সময়সীমা	দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (নাম, পদবী, ফোন নম্বর ও ই-মেইল)
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)
১.	ছুটি সংক্রান্ত বিষয়	পত্র মাধ্যম	সহকারী নিয়ন্ত্রক (অর্থ ও প্রশাসন)	বিনামূল্যে	০৩ (তিন) কর্ম দিবস	১। উপ-নিয়ন্ত্রক (অর্থ, প্রশাসন ও আইন) ফোনঃ +৮৮-০২-৮১৮১৭০৯
২.	সাধারণ ভবিষ্যত তহবিল হতে অগ্রিম মঞ্জুরি	পত্র মাধ্যম	সহকারী নিয়ন্ত্রক (অর্থ ও প্রশাসন)	বিনামূল্যে	০৫ (পাঁচ)কর্ম দিবস	
৩.	৩য় ও ৪র্থ শ্রেণীর কর্মচারী নিয়োগ	পত্র মাধ্যম	সহকারী নিয়ন্ত্রক (অর্থ ও প্রশাসন)	বিনামূল্যে	১২০ (একশত বিশ) কর্ম দিবস	
৪.	৩য় ও ৪র্থ শ্রেণীর পদের স্থায়ীকরণ	পত্র মাধ্যম	সহকারী নিয়ন্ত্রক (অর্থ ও প্রশাসন)	বিনামূল্যে	২৫ (পচিঁশ)কর্ম দিবস	
৫.	দরপত্র মূল্যায়ন কমিটিসহ বিভিন্ন প্রকার কমিটিতে প্রতিনিধি মনোনয়ন	পত্র মাধ্যম	সহকারী নিয়ন্ত্রক (অর্থ ও প্রশাসন)	বিনামূল্যে	০৫ (পাঁচ)কর্ম দিবস	২। সহকারী নিয়ন্ত্রক (অর্থ ও প্রশাসন) ফোনঃ +৮৮-০২-৫৫০০৬৭৯৯
৬.	বার্ষিক বেতন বৃদ্ধি	পত্র মাধ্যম	সহকারী নিয়ন্ত্রক (অর্থ ও প্রশাসন)	বিনামূল্যে	১০ (দশ) কর্ম দিবস	
৭.	পদ সৃজন সংক্রান্ত কার্যাবলি সম্পাদনে সুপারিশ প্রদান	পত্র মাধ্যম	সহকারী নিয়ন্ত্রক (অর্থ ও প্রশাসন)	বিনামূল্যে	০৫ (পাঁচ)কর্ম দিবস	
৮.	গৃহ নির্মান/গৃহ মেরামত/মোটর সাইকেল/কম্পিউটার/বাইসাইকেল ক্রয়ের নিমিত্ত অগ্রিম ঋণ মঞ্জুরি সংক্রান্ত বিষয়াদি	পত্র মাধ্যম	সহকারী নিয়ন্ত্রক (অর্থ ও প্রশাসন)	বিনামূল্যে	০৫ (পাঁচ)কর্ম দিবস	
৯.	বাজেট কাঠামো	পত্র মাধ্যম	সহকারী নিয়ন্ত্রক (অর্থ ও প্রশাসন)	বিনামূল্যে	বিধি অনুযায়ী নির্ধারিত সময়সীমা	
১০.	দপ্তরের সম্পদ সংগ্রহ ও ক্রয়ের জন্য দরপত্র/কোটেশন আহবান ও প্রচার	পত্র মাধ্যম	সহকারী নিয়ন্ত্রক (অর্থ ও প্রশাসন)	বিনামূল্যে	পিপিআর ২০০৮ মোতাবেক	
১১.	বিভিন্ন বিল পরিশোধ	পত্র মাধ্যম	সহকারী নিয়ন্ত্রক (অর্থ ও প্রশাসন)	বিনামূল্যে	এজি-তে বিল উপস্থাপনের জন্য ০৭ (সাত) কর্মদিবস	

২৮.৩) আপনার কাছে আমাদের প্রত্যাশা

ক্রমিক	প্রতিশ্রুতি/ কাঙ্ক্ষিত সেবা প্রাপ্তির লক্ষ্যে করণীয়
১.	স্বয়ংসম্পূর্ণ আবেদন জমা প্রদান
২.	যথাযথ প্রক্রিয়ায় প্রয়োজনীয় ফিস পরিশোধ করা
৩.	ডিজিটাল স্বাক্ষর ব্যবহার করে অনলাইনে আপনার তথ্য ও লেনদেনের নিরাপত্তা নিশ্চিত করুন
৪.	প্রযোজ্য ক্ষেত্রে মোবাইল মেসেজ/ইমেইলের নির্দেশনা অনুসরণ করা
৫.	সাক্ষাতের জন্য ধার্য তারিখে নির্ধারিত সময়ের পূর্বেই উপস্থিত থাকা
৬.	অনাবশ্যক ফোন/ তদবির না করা

২৯। ডিজিটাল স্বাক্ষর: অনলাইন কার্যক্রমে নিরাপদ থাকার বিশ্বস্বীকৃত পন্থা

নিয়ন্ত্রক

সিসিএ কার্যালয়

করোনা ভাইরাসের কারণে বৈশ্বিক পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে বিশ্বের অন্যান্য দেশের ন্যায় বাংলাদেশেও অনলাইন কার্যক্রম ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। বিশেষ করে ই-স্বাস্থ্য, ই-শিক্ষা, ডিজিটাল লেনদেন, ই-কমার্স ও অনলাইন লেন-দেন, অনলাইন আবেদন, মোবাইল অ্যাপসহ ওয়েবসাইট ও পোর্টাল ব্যবহার, অনলাইনে অফিস কার্যক্রমসহ বিভিন্ন ধরনের ই-সেবার ব্যবহার লক্ষণীয় বৃদ্ধি পেয়েছে। কিন্তু এসব অনলাইন কার্যক্রম ও ই-সেবাসমূহে যথাযথ নিরাপত্তা ব্যবস্থা গ্রহণ না করলে ব্যবহারকারীর প্রতারিত হওয়ার সম্ভাবনা থেকে যায়। সাধারণভাবে ইলেক্ট্রনিক মাধ্যমে লেনদেন তথা তথ্য আদান-প্রদানে সফট্ওয়ার বা অন্যান্য সবক্ষেত্রে জালিয়াতি রোধ করতে তথ্য প্রদানকারী/আবেদনকারী সবার পরিচয় নিশ্চিত হওয়া প্রয়োজন। ইলেক্ট্রনিক মাধ্যমে ব্যক্তি বা প্রাতিষ্ঠানিক পরিচিতি নিশ্চিত হওয়া, একজনের সনাক্তকরণ চিহ্ন যাতে অন্যজন ব্যবহার করতে না পারে এবং তথ্য/পরিচিত যাতে হাত ছাড়া না হয় তার নিশ্চিয়তা বিধানের সার্বজনীন গ্রহণযোগ্য সমাধান হলো ইলেক্ট্রনিক স্বাক্ষর। ইলেক্ট্রনিক স্বাক্ষরের বিশ্বব্যপী পরীক্ষিত ও স্বীকৃত সবচেয়ে উন্নত প্রযুক্তি হল ডিজিটাল স্বাক্ষর। ডিজিটাল স্বাক্ষর হচ্ছে ডিজিটাল বার্তা বা দলিলের সত্যতা যাচাই এর একটি পদ্ধতি। একটি বৈধ ডিজিটাল স্বাক্ষর সম্বলিত বার্তা বা দলিল দেখে প্রাপক বুঝতে পারবেন যে, বার্তাটি যিনি পাঠিয়েছেন সেটি পাঠানোর তার একক কর্তৃত্ব রয়েছে (Authentication), বার্তাটি পাঠানোর পর প্রেরক অস্বীকার করতে পারবেনা (Non-rapudation), বার্তাটি পথিমধ্যে কোন ধরনের পরিবর্তন হয়নি (Integrity) এবং বার্তাটির গোপনীয়তা নিশ্চিত হয়েছে (Confidentiatity).

কাগজের সার্টিফিকেট যেমন: জাতীয় পরিচয় পত্র, পাসপোর্ট, লাইসেন্স অথবা মেম্বারশীপ কার্ড দ্বারা যেমন নির্দিষ্ট কোন কাজের উদ্দেশ্যে কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের পরিচিত নিশ্চিত হওয়া যায় ঠিক তেমনি একটি ডিজিটাল স্বাক্ষর সার্টিফিকেট দ্বারা ইলেক্ট্রনিক মাধ্যম কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের পরিচিতি নিশ্চিত হওয়া যায়। অনলাইনে তথ্য/ডকুমেন্ট আদান-প্রদান ও আর্থিক লেনদেন নিরাপত্তা, ওয়েব সাইটের কন্ট্রোল এক্সেস, ভার্চুয়াল প্রাইভেট নেটওর্য়াক তৈরীতে, ই-মেইল নিরাপত্তায় এবং ডাউললোডকৃত সফট্ওয়্যারের সঠিকতার নিশ্চিয়তা প্রদানে ডিজিটাল স্বাক্ষর সার্টিফিকেট ব্যবহার করা হয়।

বাংলাদেশে ডিজিটাল কার্যক্রম নিরাপদ করার জন্য তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইন, ২০০৬ (সংশোধিত-২০১৩) মোতাবেক ২০১১ সালে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের একটি সংযুক্ত অফিস হিসাবে ইলেক্ট্রনিক স্বাক্ষর সার্টিফিকেট প্রদানকারী কর্তৃপক্ষের নিয়ন্ত্রক (সিসিএ)-এর কার্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। উক্ত আইনের ৬ ধারায় ইলেক্ট্রনিক রেকর্ডের, ৭ ধারায় ইলেক্ট্রনিক স্বাক্ষরের এবং ৮ ধারায় সরকারি অফিসে ইলেক্ট্রনিক রেকর্ড ও ইলেক্ট্রনিক স্বাক্ষর ব্যবহারের কথা বলা হয়েছে। এ লক্ষ্য বাস্তবায়নে সিসিএ কার্যালয়ের তত্ত্বাবধানে পৃথিবীর অন্যান্য দেশের ন্যায় বাংলাদেশেও ২০১২ ডিজিটাল স্বাক্ষরের ব্যবহার শুরু হয়েছে। ডিজিটাল স্বাক্ষর প্রদানের

নিমিত্ত সিসিএ কার্যালয় ৬ টি সিএ প্রতিষ্ঠানকে লাইসেন্স প্রদান করা হয়েছে। প্রতিষ্ঠানসমূহ হচ্ছেঃ বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল, ম্যাংগো টেলিসার্ভিসেস লিমিটেড, দোহাটেক নিউ মিডিয়া লি:, ডাটাএজ লিমিটেড, বাংলাফোন লিমিটেড এবং কম্পিউটার সার্ভিসেস লিমিটেড। বাংলাদেশের যে কোন নাগরিক বা প্রতিষ্ঠান তার পরিচয় নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে তথ্য ও ডকুমেন্টের নিরাপত্তার জন্য এসব প্রতিষ্ঠান থেকে ডিজিটাল স্বাক্ষর সার্টিফিকেট গ্রহণ করতে পারে।

"অনলাইন কার্যক্রম গ্রহণ করুন, করোনা থেকে নিরাপদ থাকুন।
ডিজিটাল স্বাক্ষর ব্যবহার করুন, অনলাইন কার্যক্রমে নিরাপদ থাকুন।"

৩০। সিসিএ ডিজিটাল ফরেনসিক ল্যাব

বর্তমান যুগে তথ্য প্রযুক্তির প্রসারের সাথে সাথে এর অপব্যবহার বৃদ্ধির ফলে মানুষ নানারকম সাইবার অপরাধে জড়িয়ে পড়ছে। এসব অপরাধ নিয়ন্ত্রণের জন্য দেশে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইন ২০০৬, ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন, ২০১৮, পর্নোগ্রাফি নিয়ন্ত্রন আইন ২০১২ সহ বিভিন্ন ধরণের আইন প্রণয়ন করা হয়েছে। তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইন ২০০৬ এর অধীনে সাইবার অপরাধের বিচারের জন্য সরকার সাইবার ট্রাইব্যুনাল গঠন করেছে। তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইন ২০০৬ (সংশোধিত-২০১৩) অনুসারে সিসিএ কার্যালয় সাইবার অপরাধের তদন্ত করে থাকে। সাইবার অপরাধীদের শনাক্ত করার জন্য প্রচলিত সাক্ষ্য-প্রমাণাদি যথেষ্ট নয়। এক্ষেত্রে সংগঠিত অপরাধের তথ্য-প্রমাণ সংগ্রহের সবচেয়ে গ্রহণযোগ্য উপায় হলো অপরাধের সাথে সংশ্লিষ্ট আলামত বিশ্লেষণের মাধ্যমে এর ডিজিটাল ফুটপ্রিন্ট উদ্ধার করা। আর এসব ডিজিটাল আলামত (যেমন-কম্পিউটার, মোবাইল এবং ওয়েব) সংশ্লিষ্ট অপরাধের তদন্তের স্বার্থে অপরাধ সংগঠনের স্থান হতে আলামত সংগ্রহ করা হয়। পরবর্তীতে ডিজিটাল ফরেনসিক পরীক্ষার মাধ্যমে এসব আলামতের বিশ্লেষণ করা হয়। এক্ষেত্রে ডিজিটাল আলামতের বিশ্লেষণ ও ফরেনসিক রিপোর্ট প্রদানের জন্য ডিজিটাল ফরেনসিক ল্যাব অপরিহার্য। ডিজিটাল ফরেনসিক ল্যাবের অপরিহার্যতা উপলব্ধি করে সিসিএ কার্যালয়ের তদন্ত প্রক্রিয়াকে আরো গতিশীল, যুগোপযোগী এবং কার্যকর করার লক্ষ্যেই সিসিএ কার্যালয়ে একটি আধুনিক ডিজিটাল ফরেনসিক ল্যাব প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে।

ছবিঃ সিসিএ কার্যালয়ের ডিজিটাল ফরেনসিক ল্যাবের উদ্বোধন করেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর তথ্যপ্রযুক্তি বিষয়ক মাননীয় উপদেষ্টা জনাব সজীব আহমেদ ওয়াজেদ।

সিসিএ কার্যালয়ের “পিকেআই (পাবলিক কী ইনফ্রাস্ট্রাকচার) সিস্টেমের মানোন্নয়ন এবং সিসিএ কার্যালয়ের সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ” শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় এই ফরেনসিক ল্যাবটি স্থাপন করা হয়। স্থাপিত ল্যাবটিতে ল্যাপটপ, কম্পিউটার,
হার্ড ডিস্ক বা স্টোরেজ ডিভাইস ও মোবাইল ফোনসহ নেটওয়ার্ক এনালাইসিস করার অত্যাধুনিক সফটওয়্যার ও যন্ত্রপাতি রয়েছে, যা সংগঠিত সাইবার অপরাধ ও অপরাধী শনাক্তকরণে সক্ষম। উল্লেখ্য যে, দেশে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর বাইরে স্থাপিত এটিই প্রথম কোনো ডিজিটাল ফরেনসিক ল্যাব। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর তথ্যপ্রযুক্তি বিষয়ক মাননীয় উপদেষ্টা জনাব সজীব আহমেদ ওয়াজেদ ১১ এপ্রিল, ২০১৮ খ্রিঃ তারিখে এই ডিজিটাল ফরেনসিক ল্যাবের উদ্বোধন করেন।

সিসিএ ফরেনসিক ল্যাবে স্থাপিত বিভিন্ন টুলসের সংক্ষিপ্ত পরিচিতিঃ

উদ্বোধনের পর থেকে নিয়মিতভাবে সিসিএ কার্যালয়ের ফরেনসিক ল্যাবের কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। এ ফরেনসিক ল্যাবে কম্পিউটার, মোবাইল ফোন, স্টোরেজ ডিভাইস এবং ওয়েব ফরেনসিক সংক্রান্ত টুলস রয়েছে। এসব টুলস এর মধ্যে কম্পিউটার বা স্টোরেজ ডিভাইস ফরেনসিকের জন্য En Case এবং FTK (Forensic Toolkit), মোবাইল ফোন ফরেন সিকের জন্য Cellebriteও Oxygen এবং ওয়েব ফরেনসিকের জন্য Net Analysis ও Magnet AXIOM অন্যতম। সিসিএ ডিজিটাল ফরেনসিক ল্যাবে ব্যবহৃত বিভিন্ন টুলসের সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিচে উল্লেখ করা হলো।

FTK (Forensic Toolkit)

এটি কম্পিউটার ও স্টোরেজ ডিভাইসসমূহের ফরেনসিকের জন্য ব্যবহৃত একধরণের সফ্টওয়ার। এই সফ্টওয়ারের মাধ্যমে কম্পিউটারের হার্ডড্রাইভের বিভিন্ন তথ্য কপি করা এবং ডিলিট হওয়া তথ্য সমূহকে চিহ্নিত করা যায়। এতে একধরণের ডিস্ক ইমেজিং প্রোগ্রাম থাকে যা FTK Imager নামে পরিচিত। FTK Imager এর সাহায্যে কোন হার্ডডিস্কের ইমেজ তৈরি করে তাতে এক বা একাধিক ফাইলে সংরক্ষণ করে রাখা যায়। সৃষ্ট ইমেজ প্রতিটি ফাইলের একটি আলাদা হ্যাশ ভ্যালু তৈরি করে, যা উক্ত ফাইলের অখন্ডতা/মৌলিকত্ব (integrity) নির্দেশ করে।

EnCase:

একাধিক টুলস এর সমন্বয়ে তৈরি একটি জনপ্রিয় বহুমুখী ফরেনসিক প্ল্যাটফর্ম। এই ফরেনসিক টুলসের মাধ্যমে বিভিন্ন ডিভাইস হতে অত্যন্ত দ্রুততার সাথে ডেটা এবং প্রমাণ সংগ্রহ ও সংরক্ষণ করা যায়। প্রাপ্ত সাক্ষ্য-প্রমাণের ভিত্তিতে ফরেনসিক প্রতিবেদন তৈরিতে এটি সাহায্য করে।

Oxygen Forensic Suit:

Oxygen Forensic Suit নামক টুলসের সাহায্যে কোন মোবাইল ফোনে সংরক্ষিত প্রমাণাদি সংগ্রহ করা যায়। এই টুলসের সাহায্যে মোবাইল ডিভাইসের প্রস্তুতকারক, অপারেটিং সিস্টেম, আইএমইআই (IMEI) নাম্বার, সিরিয়াল নাম্বার, কন্টাক্ট নাম্বারসমূহ, খুদেবার্তা (যেমন, এসএমএস, এমএমএস) সম্পর্কিত তথ্যসমূহ বের করা যায়। এছাড়াও মুছে ফেলা খুদেবার্তা, কথোপকথন এবং ধারাবাহিক বিবরণী (calendar information) পূনরুদ্ধার করা যায়। এই সফটওয়ার ব্যবহার করে খুব সহজেই মোবাইল ফোনের উপাত্ত (data) এবং ডকুমেন্টে প্রবেশ এবং বিশ্লেষণ করা যায়। সহজবোধ্য ফরেনসিক প্রতিবেদন তৈরিতে এই সফ্টওয়ার খুবই কার্যকরী।

Cellebrite Forensic

মোবাইল ফোন ফরেনসিকের জন্য এই টুলস ব্যবহার করা হয়। Universal Forensic Extraction Device (UFED) সিরিজের সল্যুশন ব্যবহার করে স্মার্টফোন, পোর্ট্যাবল জিপিএস ডিভাইস, ট্যাবলেট এবং চাইনিজ চিপ এর তৈরি মোবাইল ডিভাইসসহ বিভিন্ন মোবাইল ডিভাইসের ডাটা extraction এবং analysis করা যায়।

এছাড়াও এই ল্যাবের ফরেনসিক কার্যক্রমে Paraben Corporation এর e-mail examiner, Passware এর Password Cracking Tool, Blackbag Technology এর Mac/iOS system (Black Light), SubRosaSoft এর Mac File System নামক অত্যাধুনিক সফটওয়ার ব্যবহৃত হচ্ছে। এই ফরেনসিক ল্যাবে নির্ভুল/তুলনামূলক ফলাফল প্রাপ্তির লক্ষ্যে দুটি ব্র্যান্ডের একই কাজের ফরেনসিক সফটওয়ার ব্যবহার করা হচ্ছে।

সিসিএ ডিজিটাল ফরেনসিক ল্যাবে গৃহিত ফরেনসিক কার্যক্রম

প্রতিষ্ঠার পর থেকেই সিসিএ ডিজিটাল ফরেনসিক ল্যাবের মাধ্যমে ফরেনসিক কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। এই ফরেনসিক ল্যাবে সাইবার ট্রাইব্যুনাল হতে আগত মামলাসমূহের তদন্ত কার্যক্রমের ফরেনসিক প্রতিবেদন প্রস্তুত করে নিয়মিতভাবে তা সাইবার ট্রাইব্যুনালে প্রেরণ করা হচ্ছে। এ পর্যন্ত সাইবার ট্রাইব্যুনাল হতে আগত মামলা সমূহের মধ্যে এগারোটি মামলার ৪০ টি ডিভাইসের ফরেনসিক পরীক্ষাসম্পন্ন করে ফরেনসিক প্রতিবেদন সাইবার ট্রাইব্যুনাল বরাবর প্রেরণ করা হয়েছে। এছাড়াও কয়েকটি মামলার ফরেনসিক কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

৩১। কন্ট্রোলার অব সার্টিফায়িং অথরিটিজ (সিসিএ) কার্যালয় আন্তর্জাতিক মানের প্রতিষ্ঠান হিসাবে সিএ ব্রাউজার ফোরামের সীল অর্জন

প্রকল্প পরিচালক
সিএ মনিটরিং সিস্টেম স্থাপন এবং নিরাপত্তা বিধান

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের অধীন কন্ট্রোলার অব সার্টিফায়িং অথরিটিজ (সিসিএ) কার্যালয় ইলেক্ট্রনিক স্বাক্ষর সার্টিফিকেট প্রদানে আন্তর্জাতিক মানসম্পন্ন একটি প্রতিষ্ঠান হিসেবে CPA (CHARTARED PROFESSIONALS ACCOUNTANTS), CANADA কর্তৃক স্বীকৃতি অর্জন করেছে। সিএ ব্রাউজার ফোরাম কর্তৃক পরিচালিত ওয়েবট্রাস্ট অডিট সম্পন্ন করার পর বিগত ২৬ আগষ্ট ২০২০ তারিখে সিপিএ/কানাডা সিসিএ কার্যালয়কে বাংলাদেশের রুট সিএ সার্টিফিকেট দ্বারা নিম্নোক্ত ০৩ (তিন) টি সার্ভিস প্রদানের মান অর্জনে নিশ্চয়তা বিধান করে -

১। Web trust seal for CA (Certification Authorities)

২। BR-SSL (Baseline Requirement Secure Socket Layer)

৩। EV-SSL (Extended Validation Secure Socket Layer)

এ ওয়েবট্রাস্ট সীল অর্জনের মাধ্যমে সিসিএ কার্যালয় কর্তৃক পরিচালিত বাংলাদেশের রুট সিএ সার্টিফিকেটটি বিভিন্ন ব্রাউজারসমূহের (গুগল ক্রোম, মজিলা ফায়ারফক্স, ইন্টারনেট এক্সপ্লোরার, অপেরা ইত্যাদি) এবং অপারেটিং সিস্টেমের (মাইক্রোসফট, আইওএস, অ্যান্ড্রয়েড ইত্যাদি) ডিরেক্টরিতে সংরক্ষণ করার জন্য এ কর্তৃপক্ষসমূহের নিকট আবেদনের যোগ্যতা অর্জন করেছে। এর ফলে দেশীয় বৈধ লাইসেন্সধারী সার্টিফায়িং অথোরিটিসমূহের ডিজিটাল স্বাক্ষর সার্টিফিকেট আন্তর্জাতিক বাজারে বিশ্বস্থতার সাথে গ্রহণযোগ্য ব'লে বিবেচিত হবে।

সিসিএ কার্যালয়ের 'সিএ মনিটরিং সিষ্টেমস স্থাপন ও নিরাপত্তা বিধান' শীর্ষক প্রকল্পের মাধ্যমে এ ওয়েবট্রাস্ট সীল অর্জিত হয়েছে। এখানে উল্লেখ্য, এ দুটি সীল সফলভাবে কার্যকর হবার ৬০ দিন পর কোড সাইনিং (CS) ও EV CS (Extended Validation Code Signing) সীল সিসিএ অফিস অর্জন করবে।

উপসংহারঃ সিসিএ কার্যালয়ে স্থাপিত ফরেনসিক ল্যাব সাইবার অপরাধের স্বরূপ উদ্‌ঘাটন, প্রকৃত অপরাধীকে শনাক্তকরণ এবং সাইবার হয়রানির শিকার ব্যক্তির জন্য ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে একটি যুগোপযুগী পদক্ষেপ। এই ফরেনসিক ল্যাবটি দেশের সাধারণ মানুষের ন্যায় বিচার প্রাপ্তি এবং সাইবার অপরাধ নির্মূলে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে মর্মে আশা করা যায়।

ধন্যবাদ